ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা: বিকল্প প্রস্তাব আনছে আরব দেশগুলো

সারে-জমিন

ছাত্র-ছাত্রীদের শৌচাগারে নেই দরজা, স্কুলের সামনে বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

মার্কিন নেতৃত্বের বদল হলেও এজেন্ডার বদল হয় না!

সম্পাদকীয়

বাংলা ইসলামি গান ও কাজী নজরুল ইসলাম

রবি-আসর

ভারতের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দলে ৫ স্পিনার কেন, প্রশ্ন অশ্বিনের

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
৩ ফাল্গুন ১৪৩১
১৭ শাবান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 46 ■ Daily APONZONE ■ 16 February 2025 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

মাধ্যমিক অঙ্ক প্রশ্ন ‘কঠিন’ নিয়ে হইচই সোশ্যাল মিডিয়ায়

সেখ নুরুদ্দিন ● কলকাতা

আপনজন: শনিবার ছিল পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী অঙ্ক পরীক্ষা। মাধ্যমিকে অঙ্ক পরীক্ষার আগে ৩ দিন ছুটি পেয়েছিল পরীক্ষার্থীরা। কিন্তু প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে বলে অভিযোগ কিছু পরীক্ষার্থীর। ওই বিষয়ের প্রশ্নপত্র নিয়ে শোরগোল পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। পরীক্ষার্থীদের অনেকের অভিমত, প্রশ্ন তুলনামূলক কঠিন হয়েছে। একাধিক নামী স্কুলের বেশ কয়েকজন ভালো পরীক্ষার্থীদের কথায় প্রশ্নের ধরন প্রথাগত হয়নি। ১৫/২০ নম্বরের প্রশ্ন খুবই বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ মূলক প্রশ্ন এসেছে। তাদের আরো অভিযোগ পর্ষদের নির্ধারিত সিলেবাসে উদাহরণে প্রদত্ত নমুনা থেকে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। অথচ পর্ষদের পাঠ্যপুস্তকে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে “মূল্যায়ণের অন্তর্ভুক্ত নয়”(পৃষ্ঠা-৩৬৩)। প্রশ্নপত্র বিষয়ে বহু নামী বিদ্যালয়ের অঙ্ক শিক্ষকেরা মন্তব্য করেছেন প্রশ্নপত্র তুলনামূলকভাবে এই বছর কঠিন হয়েছে। বহু বিকল্পীয় প্রশ্নে ১নং দাগের প্রথম ৪টি প্রশ্ন, দাগ নম্বর-৩.২, ৩.৬, ৫.২ প্রশ্ন মাধ্যমিকের সাধারণ মানের পরীক্ষার্থীদের কাছে অনেকটাই দুর্বোধ্য। পর্ষদের পাঠ্য বইয়ে ৩

বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদের হারের অঙ্ক (পৃষ্ঠা-১০৬) দেওয়া থাকলেও ৫.২ প্রশ্নে পাঁচ বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদের হারের অঙ্ক এসেছে। অনেক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় তারা বিষণ্ণতায় ভুগছে। অন্যদিকে, মাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় দিনে বাতিল হল ৩ জনের পরীক্ষা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে খবর, এদিন পরীক্ষা চলাকালীন মোবাইল উদ্ধার করা হয় এই ৩ জন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে। হুগলির রিষড়া স্বতন্ত্র হিন্দি বিদ্যালয়ের পড়ুয়া পরীক্ষা দিচ্ছিল হুগলির রিষড়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র হাইস্কুলে। কলকাতার বটতলা হাইস্কুলে পরীক্ষা দিচ্ছিল কলকাতার বদরতলা হাইস্কুলের এক পড়ুয়া। পুরুলিয়ার জেলা স্কুলের এক পড়ুয়া নেতাজি বিদ্যাপীঠের পরীক্ষা দিচ্ছিল। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এক কর্তা জানান, পরীক্ষা শুরুর এক ঘন্টার মধ্যেই এদের সকলের থেকে মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। সকলের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে ধর্মস্থান আইন নিয়ে শুনানি সোমবার

আপনজন ডেস্ক: সুপ্রিম কোর্টে ১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল (বিশেষ বিধান) আইন সম্পর্কিত একগুচ্ছ আবেদনের শুনানি হবে সোমবার। সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে ১৭ ফেব্রুয়ারির কার্যতালিকা অনুসারে, প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনকে নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। এই আইনে যে কোনও উপাসনালয়ের রূপান্তর নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যে কোনও উপাসনালয়ের ধর্মীয় চরিত্র বজায় রাখার বিধান রয়েছে। তবে অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্ক এর আওতার বাইরে রাখা হয়। শীর্ষ আদালতে দায়ের করা কয়েকটি আবেদনে ১৯৯১ সালের আইনের কয়েকটি বিধানের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে।
গত ২ জানুয়ারি শীর্ষ আদালত উপাসনাস্থল আইনের কার্যকর প্রয়োগের জন্য এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দায়ের করা আবেদন খতিয়ে দেখতে রাজি হয়।

উত্তরপ্রদেশের মতো মহারাষ্ট্র সরকার এবার মাদ্রাসা সমীক্ষার পথে

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার মাদ্রাসাগুলির উপর সমীক্ষা করার পর এবার সেই পথ অনুসরণ করতে চলেছে আরও এক বিজেপি শাসিত রাজ্য মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রের মাদ্রাসাগুলির নিয়ে সরকারি সমীক্ষা করার বিষয়ে এক বৈঠকের আয়োজন করে মহারাষ্ট্র সরকার।
মহারাষ্ট্রের ক্যাবিনেট মন্ত্রী নীতেশ রানে রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসার তদন্তের দাবি করেছেন ওই বৈঠকে। যদিও ওই বৈঠকে ঠিক কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। তবে, মহারাষ্ট্রের মাদ্রাসাগুলির সমীক্ষা করার আর্জি জানিয়ে মহারাষ্ট্রের ক্যাবিনেট মন্ত্রী নীতেশ রানে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে চিঠি লিখেছেন। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে একটি চিঠি লিখে মহারাষ্ট্রে চলমান সমস্ত মাদ্রাসার তদন্ত করার জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি ফড়নবিশের কাছে দাবি করেছেন, স্বরাষ্ট্র দপ্তর রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসার তদন্ত করুক। তার এই দাবির পর রাজ্যের রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিরোধী দলের নেতারা তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় মেরুকরণের অভিযোগ তুলেছেন। অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন এর মুখপাত্র ওয়ারিস পাঠান নীতেশ রানের বিরুদ্ধে এই ধর্মীয় মেরুকরণের অভিযোগ করেছেন। ওয়ারিস পাঠান বলেন, নীতেশ রানে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। প্রতিদিন তিনি মুসলমানদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেন। সরকার এর জন্য তাকে পুরস্কৃতও করেছে এবং তাকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী করা হয়েছে। অথচ নীতেশ রানের মন্ত্রী থাকার কোনও অধিকার নেই। আমি মহারাষ্ট্র সরকারকে বলতে চাই যে তাকে মন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করা হোক।
এ ব্যাপারে মহারাষ্ট্র সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান পিয়ারে খান বলেছেন, মাদ্রাসায় যদি কোনও দেশবিরোধী প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে সরকার অবশ্যই ব্যবস্থা নিক। তিনি বলেন, মহারাষ্ট্র সরকার ইতিমধ্যেই মাদ্রাসাগুলির জন্য ‘আধুনিক মাদ্রাসা’ নামে একটি পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে। যেখানে আগে মাদ্রাসাগুলিতে কেবল ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হত, আজ সেখানে কারিগরি শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছে। এখন মাদ্রাসার ছেলেমেয়েরা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে। সম্প্রতি আমি বুটিবোরির একটি মাদ্রাসা পরিদর্শন করেছি। আমি একটা বাচ্চাকে খুব ভালো মারাঠি বলতে দেখেছি। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসাগুলিতে ধীরে ধীরে অন্যান্য শিক্ষাও শুরু হয়েছে। সরকার নিজেই মাদ্রাসার জন্য একটি প্রকল্প পরিচালনা করছে এবং ১০.৫ লক্ষ টাকার তহবিলও দিচ্ছে। সরকার কখনই চাইবে না যে, বর্তমান সঠিক ব্যবস্থাটি থেমে যাক। সরকার যদি মাদ্রাসাগুলির বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পায়, তাহলে অবশ্যই ব্যবস্থা নিক।

নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে পদদলিত হয়ে অন্তত ১৫ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: শনিবার রাতে নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে পদদলিত হয়ে অন্তত ১৫ জন নিহত ও অনেকে আহত হয়েছেন। রাত ১০টা নাগাদ ১৩ ও ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে হাজার হাজার মহাকুম্ভ ভক্ত ট্রেনে ওঠার জন্য জড়ো হলে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। একাধিক ভিডিও সামনে এসেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে রেল স্টেশন দিয়ে যাত্রীদের ভিড় বাড়ছে – কেউ কেউ কাঁধে করে বাচ্চাদের নিয়ে যাচ্ছেন, আবার কেউ কেউ বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাদের লাগেজ নিয়ে লড়াই করছেন।
প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, অতিরিক্ত ভিড়ের ফলে মারাত্মক দমবন্ধ হয়ে চার মহিলা যাত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের তৎক্ষণাৎ লোক নায়ক জয় প্রকাশ (এলএনজেপি) হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে দিল্লি ফায়ার সার্ভিস একটি জরুরি কল পেয়েছিল এবং তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রেলওয়ে স্টেশনে চারটি দমকল ইঞ্জিন প্রেরণ করেছিল। পাশাপাশি পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হয়েছে। উপচে পড়া ভিড় ও হট্টগোলের জেরে নয়াদিল্লি রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে জল্পনা শুরু হয়। প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস যখন ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল, তখন প্ল্যাটফর্মে প্রচুর মানুষ উপস্থিত ছিলেন। স্বতন্ত্র সেনানি ও ভুবনেশ্বর রাজধানী এক্সপ্রেস দেরিতে চলায় এই ট্রেনগুলির যাত্রীরাও ১২, ১৩ ও ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত ছিলেন।
জানা গেছে, দেড় হাজার সাধারণ টিকিট বিক্রি হয়েছে। এ কারণে ভিড় নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে।
রেলওয়ের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার কেপিএস মালহোত্রা সংবাদ সংস্থাকে জানান, ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এবং ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাছে এসকেলেটরের কাছে পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার পর ফুটেজে দেখা যায়, প্ল্যাটফর্ম ও সিঁড়ি জুড়ে জামাকাপড়, জুতো ও অন্যান্য জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

এ এক স্বপ্নের ঠিকানা

DEVELOPED BY Next Generation

THE ECO PALACE

প্রেসিডেন্সি, আলিয়া, সেন্ট-জেভিয়ার্স, অ্যামিটি, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি দু কিলোমিটারের মধ্যে। হাঁটা দূরত্বে ডিপিএস নিউটাউন স্কুল, ডিএলএফ-২, মেডিসিন শপ। TCS, গীতাঞ্জলী, Eco Space, মেট্রো স্টেশনের সন্নিকটে।

বিশ্ব বাংলা গেটের পাশেই

সমস্ত আধুনিক সুবিধা

■ সুইমিং পুল ■ ক্লাব হাউস ■ জিম ■ ডক্টরস চেম্বার ■ চিলড্রেন্স পার্ক ■ লেডিস পার্ক ■ সিনিয়র সিটিজেন পার্ক ■ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ■ প্লে-স্কুল ■ ফ্যামিলি ক্যান্টিন ও সেলুন।

10 TOWERS
220+FLATS
2+ ACRES LAND 50% OPEN SPACE

RERA Applied and Loan Facility available

CONTACT US
9830405211 | 8910306750 | 9007369234 | 8910055804
বালিগড়ি, ইউনিটেক আইটি সেজ, অ্যাকশন এরিয়া-II, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM (3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ | মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল
(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি | বেলুন সার্জারী | পেশমেকার
ক্যাথ ল্যাব

আশ শিফা হসপিটাল
ASHSHEEFA HOSPITAL
সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

ওপেন হার্ট সার্জারি

- হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
- জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
- শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642
স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

প্রথম নজর

এসএসকেএমে ৫ দিনে ১৭৫ 'গল' অস্ত্রোপচার, প্রশংসা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: এসএসকেএম হাসপাতালে গলব্লাডার অপারেশনে নয়া রেকর্ড গড়েছে। গত ৫ দিনে ১৭৫ টি অস্ত্রোপচার হয়েছে কলকাতার পিজি হাসপাতালে। ওই হাসপাতালের শল্য চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। তাতেই এসেছে এই সাফল্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শল্য চিকিৎসকদের এই কাজকে ভুয়সী প্রশংসা করলেন। শনিবার সোশ্যাল মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পোস্ট করে বলেন 'জমে থাকা গলব্লাডার অস্ত্রোপচার গুলি করাতে এই পদক্ষেপ। চিকিৎসকরা কোন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করলে কি দেখাতে পারেন এটাই তার বড় প্রমাণ। মুখ্যমন্ত্রী তার পোস্টে লিখেছেন সোমবার থেকে শুক্রবার এই পাঁচ দিনে ১৭৫ টি গলব্লাডার অপারেশন হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ৩৯০ টি অন্য অস্ত্রপচার হয়েছে। এস এস কে এম হাসপাতালে কর্তৃপক্ষ, চিকিৎসক ,নার্স ও সব স্বাস্থ্য কর্মীদের শুভেচ্ছা।'

কলকাতার পিজি হাসপাতালের জেনারেল সার্জারি বিভাগের প্রধান অভিমন্যু বসুর নেতৃত্বে ১৫ জন চিকিৎসক এই কাজ করেছেন। ডক্টর দীপ্তেন্দ্র সরকারের মতো সিনিয়র সার্জেনরাও এই কাজে সামিল হয়েছিলেন। সাধারণত বড় অস্ত্রপচার গুলি জন্য তুলনায় ছোট গলব্লাডার অস্ত্রোপচারের ওটি পেতে দেরি হয়। রোগীদের যাতে আর্দিক ও দিন অপেক্ষা করতে না হয় সেই কারণেই এই পদক্ষেপ নেন এসএসকেএম হাসপাতালের শল্য চিকিৎসকরা। যা কিনা একের পর এক রোগী ও তাদের পরিবারের মুখে সফল অস্ত্রোপচারের পর হাসি ফুটিয়েছে মুখে। টানা ৫ দিন ধরে এই অস্ত্রোপচার হয়েছে।

হাসপাতালের শয্যায় কলম ধরে পরীক্ষার লড়াই আফসানার

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: পরীক্ষার হলে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকলেও থামতে চায়নি সে। শিক্ষা জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় অংশ নিতে বদ্ধপরিকর ছিল আফসানা খাতুন। কিন্তু শরীর সে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আলিম পরীক্ষার তৃতীয় দিনে ইংরেজি পরীক্ষা চলাকালীন হঠাৎ প্রবল পেট ব্যথায় ছটফট করতে শুরু করে সে। হুগলির ভদ্রেশ্বর অ্যাঙ্গাস এলাকার বাসিন্দা, বছর সতেরোর আফসানা অ্যাঙ্গাস আদাবী হাই মাদ্রাসার ছাত্রী। শনিবার তার আলিম পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল বাঁশবেড়িয়া হাই মাদ্রাসায়। সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে পরীক্ষা শুরু হলেও কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রচণ্ড ব্যথায় কষ্ট পেতে থাকে সে। পরীক্ষার হলে বসেই অসুস্থ বোধ করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে ব্যথার তীব্রতা বাড়তে থাকে। পরিস্থিতি দেখে দ্রুত পদক্ষেপ নেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। তারা দেরি না করে তৎক্ষণাৎ আফসানাকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তার প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেন। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতেও পরীক্ষা ছাড়তে নারাজ ছিল আফসানা। চিকিৎসকদের অনুমতি নিয়ে হাসপাতালেই তার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শারীরিক কষ্ট নিয়েও সে পরীক্ষা দিতে শুরু করে। হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে কলম ধরে উত্তর লেখার চেষ্টায় ছিল সে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, চিকিৎসা চলছে এবং আফসানার শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখা হচ্ছে।

মতিঝিলে ঘুরতে এসে কর্মীদের উপর আক্রমণ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র মতিঝিল প্রকৃতি তীর্থ পার্কে শনিবার সন্ধ্যায় পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বীরভূম জেলার নলহাটি থানার পয়থা এলাকা থেকে আগত এক পর্যটক পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পার্ককর্মীদের সংঘর্ষের ফলে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনায় পাঁচজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সন্ধ্যায় ২৩ জনের একটি পর্যটক দল মতিঝিল পার্কে প্রবেশ করে। তাঁরা সাইকেল ভাড়া নিতে গেলে জানা যায়, সমস্ত সাইকেল ব্যবহারাধীন রয়েছে। কিছুক্ষণ পর একটি সাইকেল ফেরত আসতেই পর্যটক দলের কয়েকজন সেটির উপর জোরপূর্বক অধিকার কায়েমের চেষ্টা করেন। তখন পার্ক কর্তৃপক্ষ বাধা দিলে তাঁদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। অভিযোগ, পর্যটকদের পক্ষ থেকে পার্ক কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। তর্কাতর্কির মাঝেই পর্যটকদের একজন পার্কের এক কর্মীর দিকে পড়ে থাকা একটি ইঁট ছুঁড়ে মারেন। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়, যা পরে লাঠি ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের পর্যায়ে গড়ায়। সংঘর্ষের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং সংঘর্ষে জড়িত পর্যটক পরিবারের সদস্যদের থানায় নিয়ে যায়। গুরুতর আহত পার্কের তিন কর্মী ও দুই পর্যটক হায়দার আলী ও বরকত আলীকে লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আল-আমীনের ৭৬ তম ক্যাম্পাসের সূচনা বদরহাটে

উত্তরণের দিশা দেখানোই প্রধান লক্ষ্য: নুরুল ইসলাম

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: রাজ্যের শিক্ষা মানচিত্রে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম আল-আমীন মিশনের ৭৬ তম ক্যাম্পাসের শুভ সূচনা হলো উত্তর ২৪ পরগনায়। জানা যায়, পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু সমাজের উত্তরণের লক্ষ্যে হাওড়ার খলতপুরে আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে গড়ে ওঠা আল- আমীন মিশন মহিরুহে পরিণত হয়েছে। মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এম নুরুল ইসলামের উদ্যোগে ৭ জন ছাত্র নিয়ে শুরু হওয়া প্রতিষ্ঠানটির পরিবারে বর্তমান ও প্রাক্তনী নিয়ে মোট সদস্য সংখ্যা ৭০ হাজার। এক দুই করে ক্যাম্পাসের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৭৫, সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের উত্তরণের দিশা দেখাতে আল-আমীন মিশন বিস্তার লাভ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের একাধিক রাজ্যে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রায় প্রত্যেকটি জেলায় আল-আমীন মিশনের নিজস্ব ক্যাম্পাস রয়েছে। এবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া-১ ব্লকের বদরহাটে ''আল-আমীন রেসিডেন্সিয়াল একাডেমি বদরহাট'' বয়েজ ক্যাম্পাসের শুভ সূচনা হলো শনিবার। সবুজে ঘেরা প্রাচীর বেষ্টিত নির্মীয়মান ক্যাম্পাসের প্রথম তলে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ দিন ক্যাম্পাসের উদ্বোধন হয়। এত দিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় আল-আমীন মিশনের নিজস্ব বিল্ডিং বা ক্যাম্পাস না থাকলেও বারাসতের গোলাবাড়ি এবং বেঁড়াচাপার জীবনপুরে অস্থায়ী ক্যাম্পাসে পঠন পাঠান চালু রয়েছে। এবার বদরহাটের নিজস্ব ক্যাম্পাসে পঞ্চম থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও নিটের শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে বলে আল-আমীন সূত্রে খবর, এই বয়েস ক্যাম্পাসের অদূরেই গার্লস ক্যাম্পাস নির্মাণের কাজও দ্রুত শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। শনিবার ''আল-আমীন রেসিডেন্সিয়াল একাডেমি বদরহাট'' বয়েজ ক্যাম্পাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। স্বাগত ভাষন দেন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন, হাবড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহাল আলী, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দিলদার হোসেন, আলমগীর বিশ্বাস, সাইফুল ইসলাম, জালালউদ্দিন মল্লিক, জাহির আব্বাস মনিরুল ইসলাম, নাসিমা পারভিন, নিজামউদ্দিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উজ্জ্বল প্রাক্তনীদের মধ্যে এদিন উপস্থিত ছিলেন ডা. মনিরুজ্জামান, ডা. দেরাজুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার সাইফুদ্দিন মন্ডল, শেখ আব্দুল মাহাবুদ, শেখ সাহানোয়াজ হোসেন প্রমুখ।

নতুন ক্যাম্পাস উদ্বোধনের দিন আবেগঘন মুহূর্ত দেখা গেল শিক্ষার্থী অভিভাবকদের মধ্যে। অশ্রু সজল চোখে নিজের সন্তানদেরকে আল-আমীন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে অভিভাবকদের বলতে দেখা গেল 'স্যার একমাত্র কলিজার টুকরো সন্তানকে আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে গেলাম, খেয়াল রাখবেন, মানুষের মতো মানুষ করে তুলবেন।' অভিভাবকদের আশ্বস্ত করতে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে প্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম সহ দিলদার হোসেন, মনিরুল ইসলাম, নাসিমা পারভিনরা। কর্মকর্তাদের বক্তব্যের পরতে পরতে ছিল শিক্ষার্থীদের জন্য উত্তরণের দিশা এবং অভিভাবকদের জন্য আশ্বাস বাণী। এম নুরুল ইসলাম সাহেব এ দিন বক্তব্য রাখার সময় সন্তানদের মানুষ করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলিকে তুলে ধরেন, এবং কীভাবে আল-আমীন মিশন সকল মানের শিক্ষার্থীদেরকে মানুষ করে তুলছে তাও ব্যখ্যা করেন। তিনি বলেন, আল-আমীন মিশনের ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থীরা কোনো না কোনও ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছে। তবে শিক্ষার্থী অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে নুরুল ইসলাম সাহেব বলেন, কাউকে দোষারোপ করে লাভ নেই, সরকারকেও না, কোনো দল কেউ না, কোনো মানুষকেও না। এ সময় তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত তুলে ধরে বলেন, 'যে সম্প্রদায় নিজেদের উন্নতি চেষ্টা করে না, আল্লাহ তাদের উন্নতি করেন না।' তাই সকলকে উন্নতির জন্য, উত্তরণের জন্য সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান। নুরুল ইসলাম সাহেবের মতে,আল্লাহপাক মাটির নিচে যেমন সোনার খনি রেখেছেন তেমনি প্রত্যেকটি মানুষের চুলের নিচে মেধার খনি দিয়েছেন, সেখানে মেধার চাষ করে নিজেদেরকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে উত্তরণের দিশা দেখানোই প্রধান লক্ষ্য উজ্জ্বল প্রাক্তনীদের হার না মানা জীবনের সাফল্যের কাহিনী তুলে ধরে বর্তমান শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে অনুষ্ঠান থেকে এম নুরুল ইসলাম মিশনের আগামী দিনের লক্ষ্য এবং পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন।

স্থানীয় হাবড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহাল আলী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে হাবড়া এলাকায় আল-আমীন ক্যাম্পাসের সূচনা হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন দিলদার হোসেন। তিনি মনে করেন বিশ্বায়নের যুগে প্রগতির সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের উত্তরণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে মোবাইল ফোন। শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন পরিহারের পাশাপাশি সঠিক ব্যবহারের পরামর্শ দেন দিলদার। ''আল-আমীন রেসিডেন্সিয়াল একাডেমি বদরহাট'' বয়েজ ক্যাম্পাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় মতিরায় রহমান সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে।

জমিয়তের বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর

আসিফা লস্কর ও ওয়ারিশ লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: প্রতিনিধি বৃদ্ধি এবং সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য শনিবার মগরাহাট দু নম্বর ব্লকের অন্তর্গত পূর্ববেড়েলিয়া এলাকায় জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি সভার আয়োজন করা হয়। ওই সভায় উপস্থিত চিলেন মন্ত্রী মাওেলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী এছাড়া উপস্থিত ছিলেন একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই বৈঠক থেকে আগামী দিনের জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পথ চলার বিভিন্ন রূপরেখা ঠিক করা হয়। পরে যুগদিয়া হান্নানিয়া মাদ্রাসায় এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী জানান, কেন্দ্রীয় সরকার জোর করে ওয়াকফ বিল পাশ করার চেষ্টা করছে। আমরা ওয়াক আপ বিল কে সমর্থন করি না। যদি কেন্দ্রীয় সরকার জোর করে ওয়াক আপ বিল পাস করে তাহলে আমরা এর বিরোধিতা করবো। আগামী দিনে আমাদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করায় লক্ষ্য রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রক্ষা করছে না, ওয়াকফ বিল তারই প্রমাণ। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি বলেন, আমরা ভারতে ভালোবাসি হিন্দু মুসলিম নিয়ে ভাবি, আর আরএসএস নিয়ে বিজেপি ভাবে। আমরা আগামী দিনে সরকার চালাবো রাজ্যে মুসলিম ভোট ব্যাংক যেদিকে যাবে রাজ্যের সরকার সেদিকেই ঘুরে যাবে। সিদ্দিকুল্লা উল্লাহ চৌধুরী জানান আরএসএস এর ২০০০টি স্কুল আছে ও রামকৃষ্ণ মঠ বিবেকানন্দ আশ্রম সেগুলো সম্পত্তি আঝে সেদিকে নজর নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। বরং ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করার বউদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ বিল আনছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের যে সকল মুসলিম সংগঠনগুলি রয়েছে তাদেরকে একত্রিত হয়ে এই ওয়াকআপ বিলের প্রতিবাদ করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করি না। আগামী দিনে এই বিলের প্রতিবাদে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করব।

কবরস্থানের রাস্তা নির্মাণের সূচনা হল রসাখোয়াতে

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি বিধানসভায় রসাখোয়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের অবস্থিত হারিয়া কবরস্থানের সঙ্গে হলদিয়া কবরস্থানের সংযোগকারী পিসিসি রাস্তা নির্মাণের শুভ সূচনা হল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় এই রাস্তা নির্মাণের জন্য মোট ৬৮ লক্ষ ৮১ হাজার ৩০১ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শনিবার, দুপুরে হারিয়ায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক গৌতম পাল উপস্থিত থেকে প্রকল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং জানান, এই রাস্তা নির্মাণের ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিনের ভোগান্তি থেকে মুক্তি পাবেন। বিশেষত, কবরস্থানে যাওয়ার পথে যাতায়াতের সমস্যা দূর হবে, যা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
স্থানীয় বাসিন্দারা এই প্রকল্পের জন্য বিধায়ক ও রাজ্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল দশার কারণে কবরস্থানে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। এই উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটানো হচ্ছে।

বাগমারা মক্তবে ১৭ জনকে কুরআন শরীফের প্রথম সবক প্রদান

জাকির সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: বহরমপুরের নিয়াল্লাশপাড়া অঞ্চলে বাগমারা পশ্চিমপাড়া নূরানী মক্তবে ১৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর পবিত্র কুরআন মাজিদের প্রথম পাঠদান উপলক্ষে এক বিশেষ দোয়ার মজলিশের আয়োজন করা হয় শুক্রবার। এদিন ছাত্র-ছাত্রীদের পবিত্র কুরআন মাজিদের প্রথম পাঠদান করেন জেলা জমিয়তে উলামা ও রাবেতা বোর্ডের সভাপতি মাওলানা বদরুল আলম। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ, বিশেষত ধর্মীয় জ্ঞান ব্যতীত ইসলামিক জীবনযাপন সম্ভব নয়। আর ধর্মীয় শিক্ষার হাতেখড়ি হয় মক্তব থেকেই। বাগমারা নূরানী মক্তব একটি অনুপ্রেরণার কেন্দ্র। শিশুদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে মুর্শিদাবাদ জেলা দ্বীনি তালিমি বোর্ডের উদ্যোগে মহল্লায় মহল্লায় মুনাজ্জাম মক্তব প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে। হাতীনগর এ.এস. বিদ্যাপীঠের সহকারী শিক্ষক ইনতাজুল সেখ বলেন, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় মক্তব শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীনকালে মুসলিম শিক্ষার ভিত্তিই ছিল মক্তব ব্যবস্থা। বর্তমান দিনেও মক্তব শিক্ষা সমান প্রাসঙ্গিক। ইসলাম হচ্ছে জীবন প্রণালী।আর জীবন চলার আদব কায়দা,চাল-চলন সহ শুদ্ধ কুরআন শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম মক্তব। এখানে আট থেকে আশি সবাই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। বাগমারা পশ্চিমপাড়া নূরানী মক্তব সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য মসজিদের ইমাম হাফেজ জাকির সেখের ভূমিকা প্রশংসনীয়। উপস্থিত ছিলেন মসজিদের সভাপতি হোসেন আলী, সেক্রেটারি আব্দুল সাদতকি সেখ, মুফতি ইসরাফিল কাসেমী, সবক্তগীন সেখ, আসাদুল সেখ, বাবর আলী, হায়াতুল্লাহ সেখ, আইজুল সেখ সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে ছাত্র ছাত্রীদের হাতে মাসনুন দোয়ার বই তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে দোয়া করেন মাওলানা বদরুল আলম।

বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণে মেডিকেল এক্সিবিশন

আমীরুল ইসলাম ● কলকাতা

আপনজন. শনিবার সকালে কলকাতার বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে বহুল প্রতীক্ষিত "মেডিকল এক্সিবিশন ২০২৫"-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হল। ১৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলবে এই স্বাস্থ্য পরিষেবার মহা সম্মেলন, যেখানে দেশ-বিদেশের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের সভাপতি ডঃ মলয় পীট। এদিন তার উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে যেভাবে উন্নত করা হচ্ছে ও আরো উন্নত করার কথা ভাবা হচ্ছে সেটা প্রশংসার দাবি রাখে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বেসরকারি নার্সিং হোম মালিকদের সংগঠনের বীরভূম জেলা সম্পাদক তাহের শেখ প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পুলওয়ামার শহীদ স্মরণে বৃক্ষ রোপণ

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: ২০১৯ সালে পুলওয়ামা হামলায় শহীদ হওয়া ৪০ জন বীর সৈনিকদের আত্মত্যাগ কে স্মরণীয় করে রাখতে এবং প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে হুগলি জেলা সেভ ট্রি সেভ ওয়ার্ল্ডের সম্পাদক শেখ মাবুদ আলীর উদ্যোগে ডানকুনি সাতঘরা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের ময়দানে ৪০ টি লাল চন্দন গাছ রোপণ করা হল। উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা সৌভিক চক্রবর্তী. বিকাশ গুহ ভারতীয় প্রাক্তন সেনা বাদল দেবনাথ সোশ্যাল ওয়ার্কার পরিবেশ কর্মী শেখ মামুদ আলী বলেন আজকের দিনটা আমাদের কাছে বেদনাদায়ক দিন আমি মনে করি ভারতীয় সেনারা জীবিত অবস্থায় যেভাবে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য প্রতি নিয়তি জীবনের সঙ্গে লড়াই করেন আগামী দিনে বৃক্ষ হয়ে প্রতি নিয়ত আমাদেরকে অক্সিজেন দিয়ে রক্ষা করে যাবে আমাদের পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখবে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

৬৪৮ বোতল ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ৬৪৮ বোতল ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করলো জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সুতি থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে সুতি থানার অন্তর্গত মহালদারপাড়া ইমামবাজার এলাকায় একরামুল মহলদার নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দিয়ে ফেনসিডিল গুলো উদ্ধার করা হয়। ফেনসিডিল উদ্ধারের সময় সুতি থানার পুলিশ আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সুতি - ২ ব্লকের বিডিও হুমায়ুন চৌধুরী। যদিও পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান একরামুল মহলদার নামে ওই ব্যক্তি। ইতিমধ্যেই ফেনসিডিল গুলো বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি মূল অভিযুক্তকে পাকড়াও করতে তৎপরতা চালাচ্ছে সুতি থানার পুলিশ। কতদিন ধরে এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একরামুল মহলদার তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দেশি আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: নদীয়ার থানারপাড়া থানার পুলিশ বড়সড় সাফল্য পেল। একটা দেশি আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করল পুলিশ । সূত্রের খবর শুক্রবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে রামনগর চর মুক্তারপুর এলাকার একটি রাস্তায় দিলবার শেখ নামে একজনকে আটক করে তল্লাশি চালায়। যার বাড়ি থানারপাড়া থানার সাহেব পাড়ায় । ওই ব্যক্তির কাছ থেকে একটি দেশীয় বন্দুকসহ ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়। এরপর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। শনিবার তাকে তেহট্ট আদালতে নিয়ে গেলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রথম নজর

ঘন কুয়াশার কারণে আরব আমিরাতে ‘রেড অ্যালার্ট’ জারি

আপনজন ডেস্ক: ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কম থাকায় শনিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে গাড়িচালকদের জন্য রেড অ্যালার্ট জারি করেছে দেশটির জাতীয় আবহাওয়া কেন্দ্র। সতর্ক করা হয়েছে, উপকূলীয় এবং অভ্যন্তরীণ কিছু অঞ্চলে কুয়াশা আরও বাড়তে পারে।
কুয়াশার সময় দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ার কারণে আবুধাবি পুলিশ এক্সে এক পোস্টে মোটর চালকদের সতর্কতা অবলম্বন করার আহ্বান জানিয়েছে।
ইলেকট্রনিক তথ্য বোর্ডে প্রদর্শিত পরিবর্তনশীল গতি সীমা অনুসরণ করার জন্য চালকদের অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণত সংযুক্ত আরব আমিরাত সপ্তাহের শেষ দিকে শীতল আবহাওয়ার আশা করে। কারণ শনিবার তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। উপকূলীয় এবং উত্তরাঞ্চলে আকাশ মাঝে মাঝে আংশিক মেঘলা থেকে মেঘলা থাকবে। বিশেষ করে রাতের বেলায়। তাপমাত্রা আরো কমতে পারে বলে এনসিএম তার পূর্বাভাসে জানিয়েছে।
শনিবার তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা থাকলেও পাহাড়ে পারদ ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং অভ্যন্তরীণ এলাকায় ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।
আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, শনিবার রাত এবং রোববার সকালে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে এবং কিছু অভ্যন্তরীণ এলাকায় কুয়াশা তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে।
হালকা থেকে মাঝারি উত্তর-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকের বাতাস বয়ে যেতে পারে। মাঝে মাঝে তাজা বাতাস বয়ে যেতে পারে। যার গতিবেগ ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার এবং ঘণ্টায় ২৫ কিলোমিটার বেগে ৪০ কিলোমিটারে পৌঁছাতে পারে। আরব উপসাগরে সমুদ্র মাঝে মাঝে মাঝারি থেকে উত্তাল থাকবে এবং ওমান সাগরে সামান্য উত্তাল থাকবে।

জিম্মির মেয়ের জন্মে অনন্য উপহার দিল ফিলিস্তিনিরা

আপনজন ডেস্ক: গাজা থেকে জিম্মিদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে উপহার দিয়ে আসছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীদের সংগঠন হামাস। তবে এবার এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে গোষ্ঠীটি। জিম্মির মেয়ের জন্মে অনন্য উপহার দিয়েছে তারা। শনিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) টাইমস অব ইসরায়েলের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার তিন জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েল। মুক্তিপ্রাপ্তরা হলেন- ইয়ার হর্ন, সাগি ডেকেল-চেন এবং আলেকজান্ডার ট্রুফানোভ। তারা ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরে হামাসের হাতে জিম্মি হন। এ সময় তাদের উপহার ও সনদপত্র তুলে দেওয়া হয়। একটি সূত্র জানায়, জিম্মি সাগুই ডেকেল-চেনকে তার মেয়ের জন্য অনন্য উপহার দিয়েছে হামাস। তিনি জিম্মি হওয়ার চার মাস পর কন্যাসন্তানের বাবা হন। মুক্তির সময় তার মেয়ের জন্য উপহার হিসেবে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছে তারা। এর আগে যুদ্ধবিরতির চুক্তি অনুযায়ী প্রথম ধাপে জানুয়ারিতে হামাসের হাতে জিম্মি থাকা ৩ ইসরায়েলি বেসামরিক নারী মুক্তি পান। এ সময় ঘরে ফেরা বন্দিদের হাতে একটি করে ‘উপহারের’ ব্যাগও তুলে দেন হামাস যোদ্ধারা। সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত লাইভ ভিডিওতে দেখা যায়, আনুষ্ঠানিক পরিবেশের মধ্যে হাসিমুখে তিন নারী একটি গাড়িতে উঠে বসেন। তখন চারপাশে বেশ কয়েকজন কমলা রঙের ভেস্ট পরিহিত রেডক্রসের কর্মী, নেকাবে মুখ ঢাকা হামাস যোদ্ধা এবং বহু সাধারণ মানুষ আনন্দ প্রকাশ করেন।
ভিডিওতে দেখা যায়, ওই তিন নারী গাড়িতে উঠে বসার পর গাড়ির জানালার পাশেই হামাসের সদস্যরা তিনটি স্মারক সনদে স্বাক্ষর করেন। রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটির (আইসিআরসি) সদস্যদেরও এই সনদে স্বাক্ষর করতে দেখা যায়। এরপর সনদগুলো মুক্তি পাওয়া তিন নারীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। সনদে আরবিতে বড় করে ‘মুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে’ শব্দগুলো লেখা ছিল। ওই সনদ হাতে নিয়ে জিম্মিদের হাসিমুখে ছবি তুলতেও দেখা যায়। এরপর তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে উপহারের ব্যাগও তুলে দেন হামাস সদস্যরা। হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তারা উপহারের ব্যাগ গ্রহণ করেন। সম্পূর্ণ ঘটনার লাইভ সম্প্রচার করা হয়েছে তেল আভিভ প্রতিরক্ষা দপ্তরের বাইরে। সে সময় সবার নজরে পড়ে বন্দিদের হাতে হামাসের দেওয়া এই উপহারের ব্যাগ। কী আছে এই ব্যাগে তা নিয়ে তৈরি হয় চাঞ্চল্য। পরে ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যমগুলো ওই ব্যাগে কী রয়েছে তা জানিয়েছে।

শিক্ষার্থী হত্যার ঘটনায় তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: ইরানের তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শিক্ষার্থী হত্যার ঘটনায় বিক্ষোভ শুরু হয়েছে দেশটিতে। শুক্রবারের এ বিক্ষোভে অংশ নেন কয়েক ডজন শিক্ষার্থী। নিহত ওই শিক্ষার্থীর নাম আমির মোহাম্মদ খালেগি (১৯)। গত বুধবার ছিনতাইকারীর হামলায় তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে বার্তাসংস্থা এএফপি।
নিরাপত্তার ঘাটতি নিয়ে আগে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে কয়েক দফা অভিযোগ করেছিলেন শিক্ষার্থীরা। তবে কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি এমন অভিযোগ তুলে শুক্রবার থেকে বিক্ষোভ শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। গণমাধ্যমের প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের স্লোগান দিতে দেখা গেছে। শুক্রবার সন্ধ্যায়ও চলেছে বিক্ষোভ। সেখান থেকে দুই শিক্ষার্থীকে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা গ্রেফতার করেছেন বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনার খবরে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় শুক্রবার রাতে শিক্ষার্থীদের জমায়েতে উপস্থিত ছিলেন তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক প্রধান হোসেইন হোসেইনি। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতি জানান।
এ বিক্ষোভের বিষয়ে সরকারের মুখপাত্র ফাতেমা মোহাজেরানি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বলেছেন, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা এবং তাদের পরিবারের নিরাপত্তা দেওয়া সরকারের দায়িত্ব এবং অগ্রাধিকার। শান্তি বজায় রেখে সংলাপের পথ খোলা রাখতে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সরকার।

জিম্মিদের ‘দ্রুত’ ফেরানো নিয়ে বিরোধীদের চাপে নেতানিয়াহুর সরকার

আপনজন ডেস্ক: গাজায় হামাসের হাতে বন্দি জিম্মিদের ‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরিয়ে আনার জন্য নেতানিয়াহু সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ইসরাইলের বিরোধীদলীয় নেতা ইয়ার লাপিদ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে শনিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) তিনি এ আহ্বান জানান।
এক্স পোস্টে ইয়ার লাপিদ লিখেছেন, ‘ইয়াইর, সাগুই এবং সাশা তাদের বাড়ি ফেরার পথে। যারা ফিরে আসছেন তারা যেন আমাদের দেহে নিঃশ্বাস ও আত্মা ফিরিয়ে দিচ্ছে। ’
যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকির মধ্যেই ঘোষিত তিন ইসরাইলি জিম্মিকে শনিবার মুক্তি দিয়েছে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস। যুদ্ধবিরতির চুক্তির প্রথম পর্বের ষষ্ঠ দফার অধীনে এবার মুক্তি পেয়েছেন তিন জিম্মি সাগুই ডেকেল-চেন, সাশা ট্রুফানোভ ও ইয়াইর হর্ন।
প্রতিবারই মুক্তির আগে মঞ্চে তুলে আনুষ্ঠানিকভাবে জিম্মিদের দেখানো হয়। সেখানে তাদের উপহার এবং সনদপত্র তুলে দেওয়া হয়।
তবে এবার অভিনব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে হামাসের যোদ্ধারা। ফিলিস্তিনি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জিম্মি সাগুই ডেকেল-চেনকে একটি স্বর্ণের মুদ্রা উপহার দিয়েছে হামাস, যা তার মেয়ের জন্ম উপলক্ষে দেওয়া হয়। হামাসের কাছে আটক হওয়ার চার মাস পর মেয়ের বাবা হন তিনি।
হামাসের সশস্ত্র শাখা ইজ্জাদ্দিন আল-কাসসাম ব্রিগেডের একটি সূত্র কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরাকে জানিয়েছে, আজ মুক্তির জন্য নির্ধারিত তিন ইসরাইলি জিম্মিকে হামাস একটি গাড়িতে করে এনেছে। যা মূলত ইসরাইলি সেনাবাহিনীর।
এছাড়া খান ইউনিসে জিম্মি হস্তান্তরের সময় কিছু হামাস সদস্য ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর (আইডিএফ) ইউনিফর্ম ও সামরিক বর্ম পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং ৭ অক্টোবরের হামলায় দখল করা অস্ত্র বহন করছিল।
তিন জিম্মির মুক্তির বিনিময়ে আজই ইসরাইলি কারাগার থেকে ৩৬৯ ফিলিস্তিনি মুক্তির কথা রয়েছে।

ফিলিস্তিনিদের জেরুসালেম ছাড়া কোথাও স্থানান্তর করা যাবে না: হামাস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস জানিয়েছে, জেরুসালেম ছাড়া ফিলিস্তিনিদের আর কোথাও স্থানান্তর করা যাবে না। শনিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
সংগঠনটি শনিবারে তিন পণবন্দীর মুক্তি সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে পণবন্দীদের হস্তান্তর স্থানে জেরুসালেম এবং আল-আকসা মসজিদের ছবি এবং সেখানে ফিলিস্তিনিদের বিশাল উপস্থিতির মাধ্যমে তারা ইসরাইল ও তার সমর্থকদের কাছে বার্তা দিয়েছে যে এটি একটি রেড লাইন। বিবৃতিতে হামাস বলেছে, ‘আমরা সমগ্র বিশ্বকে বলছি, জেরুসালেম ছাড়া আর কোথাও ফিলিস্তিনিদের স্থানান্তর করা যাবে না। ট্রাম্প এবং যারা তার মতোই উপনিবেশবাদ ও দখলদারিত্ব সমর্থন করে তাদের ফিলিস্তিনিদের স্থানচ্যুতির আহ্বানের প্রতি এটি আমাদের প্রতিক্রিয়া।’ হামাস আরো বলেছে, ‘ষষ্ঠ পর্যায়ে পণবন্দীদের মুক্তি এটাই নিশ্চিত করে যে আলোচনার মাধ্যমে এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা ছাড়া তাদের মুক্তির আর কোনো উপায় নেই।’ দলটি বলেছে, বিশ্ববাসী পণবন্দীদের হস্তান্তরে ‘প্রতিরোধের সাফল্য’ দেখেছে। এটি ফিলিস্তিনি সংহতির প্রতিফলন।

ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা: বিকল্প প্রস্তাব আনছে আরব দেশগুলো

আপনজন ডেস্ক: সূত্র জানিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্যের রিভেরা থেকে ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের মুক্ত করার উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে গাজার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা তৈরির জন্য জরুরি আরব প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিচ্ছে সউদী আরব। সউদী আরব, মিসর, জর্ডান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত দ্রুত বিকল্প উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে, বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে। ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সউদী আরবের রাজধানী রিয়াদে এ মাসেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকে উপসাগরীয় দেশগুলোর নেতৃত্বে ফিলিস্তিন পুনর্গঠন তহবিল গঠনের পাশাপাশি হামাসকে বাদ দিয়ে নতুন চুক্তির দিকেও নজর দেয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।
ট্রাম্পের প্রস্তাব অনুযায়ী, গাজার ফিলিস্তিনিদের জর্ডান এবং মিসরে পুনর্বাসিত করা হবে। তবে কায়রো এবং আম্মান তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের মতে, এ ধরনের পদক্ষেপ পুরো অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা বাড়াবে। রয়টার্সের সূত্র মতে, সউদী আরব এ প্রস্তাবে সবচেয়ে বেশি হতাশ। কারণ, গাজা দখলের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের শর্ত বাতিল হয়ে যাবে, যা ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার সউদী প্রচেষ্টাকে দুর্বল করবে। মিসর এ সংকট সমাধানে একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেছে, যেখানে হামাসকে বাদ দিয়ে গাজার শাসন পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় ফিলিস্তিনি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় গাজার পুনর্গঠন এবং দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। এই প্রস্তাব রিয়াদে সউদী আরব, মিসর, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিরা আলোচনা করবেন এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত আরব সম্মেলনে এ পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হবে। এ সংকটের সমাধানে সউদী যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। জর্ডানের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েছি যে, আমরা বিকল্প পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছি এবং সউদী যুবরাজ এতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

এবার ডিআর কঙ্গোর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বুকাভুতে পৌঁছেছে বিদ্রোহীরা

আপনজন ডেস্ক: গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের পূর্বে অবস্থিত এম২৩ বিদ্রোহীরা পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বুকাভুতে প্রবেশ করেছে। এম২৩ বিদ্রোহীদের অন্তর্ভুক্ত কঙ্গো নদী জোটের নেতা কর্নেইল নাঙ্গা রয়টার্স সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, বিদ্রোহীরা শুক্রবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ কিভু প্রাদেশিক রাজধানীতে প্রবেশ করেছে এবং আজ শনিবারও তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে। যুদ্ধবিরতি এবং শান্তি আলোচনা পুনরায় শুরু করার জন্য আন্তর্জাতিক আহ্বান সত্ত্বেও রুয়ান্ডা সমর্থিত সশস্ত্র যোদ্ধাদের অগ্রগতি ঘটেছে। বিদ্রোহীদের অগ্রযাত্রার ফলে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে লাখ লাখ মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। গত মাসে প্রতিবেশী রুয়ান্ডার সমর্থিত তুতসি নেতৃত্বাধীন এম২৩ খনিজসমৃদ্ধ পূর্বের প্রধান শহর গোমা দখল করে। কঙ্গো সরকার রুয়ান্ডার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, তারা তাদের সম্পদ থেকে সুবিধা নেওয়ার জন্য এই অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তবে রুয়ান্ডা তা অস্বীকার করেছে। ২০১২ সালে এম২৩ পূর্ববর্তী সংঘাতে গোমা সংক্ষিপ্তভাবে দখল করেছিল, কিন্তু দক্ষিণ কিভু প্রদেশের রাজধানী বুকাভু দখল এই অঞ্চলের সাম্প্রতিক ইতিহাসে একটি নতুন পর্ব। রুয়ান্ডার সীমান্তবর্তী এই শহরটি কিভু হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এবং স্থানীয় খনিজ বাণিজ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট পয়েন্ট। কিন্তু দক্ষিণ কিভুর ডেপুটি গভর্নর জিন এলেকানো বিবিসিকে জানিয়েছেন, বুকাভুর উপকণ্ঠে তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে। স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, আরো উত্তরে অবস্থিত মায়বা গ্রামে একটি গির্জায় ৭০টি মৃতদেহ পাওয়া গেছে।
উত্তর কিভুর স্থানীয় কমিউনিটি কো-অর্ডিনেটর ভিয়ান্নে ভিটসওয়াম্বা ডিআর কঙ্গো সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, মৃতদেহগুলো বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে।
ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে যুক্ত একটি গোষ্ঠী অ্যালাইড ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস (এডিএফ) বিদ্রোহীদের দোষ দেওয়া হয়েছে, তবে বিবিসি এই প্রতিবেদনটি নিশ্চিত করতে পারেনি। বিবিসি বুকাভুর বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়েছে, কর্তৃপক্ষ বাসিন্দাদের ঘরের ভেতরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে। মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে বক্তব্য দেওয়ার সময় ডিআর কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট ফেলিক্স শিসেকেদি রুয়ান্ডার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সহযোগিতায় বিদেশি স্বার্থের জন্য আমাদের কৌশলগত সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে, তা আমরা আর সহ্য করব না।’ বিদ্রোহীদের সমর্থন করার অভিযোগ অস্বীকার করেছে রুয়ান্ডা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইউরোপের হুমকি তারা নিজেরাই: জেডি ভ্যান্স

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ইউরোপের দেশগুলোর উদ্দেশে আক্রমণাত্মক বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই মহাদেশটির হুমকি রাশিয়া কিংবা চীন নয়, বরং তারা ‘নিজেরাই’। মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে তিনি ইউক্রেন যুদ্ধের সম্ভাব্য অবসানের বিষয়ে কথা বলবেন বলে আশা করা হচ্ছিল। কিন্তু তিনি বক্তৃতার বেশিরভাগ সময়ই ব্যয় করেছেন যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের সরকারগুলোকে দায়ী করে। তার অভিযোগগুলোর মধ্যে ছিল মূল্যবোধ থেকে সরে আসা এবং অভিবাসন ও মুক্ত মতের বিষয়ে ভোটারদের উদ্বেগকে উপেক্ষা করা। ভ্যান্সের বক্তব্যের সময় হলজুড়ে ছিল নীরবতা। আর পরে সম্মেলনে যোগ দেওয়া রাজনীতিকরা এর নিন্দা করেছেন। জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টরিয়াস বলেছেন এটা ‘গ্রহণযোগ্য’ নয়। ট্রাম্প প্রশাসনের চিন্তাধারাকেই ভ্যান্স বারবার বলেছেন যে ‘ইউরোপকে তার নিজের নিরাপত্তার জন্য বড় পদক্ষেপ নিতে হবে’। ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে ভ্যান্স বলেছেন, একটি যৌক্তিক সমঝোতায় পৌঁছানো যেতে পারে। এর আগে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শান্তি আলোচনা শুরু করতে সম্মত হয়েছেন।
ভ্যান্সের ভাষণে সাংস্কৃতিক যুদ্ধ ইস্যু এসেছে। তার অভিযোগ ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা মুক্তমতকে দমন করছেন। তিনি ব্যাপক অভিবাসনের জন্য ইউরোপকে দায়ী করেছেন। একই সঙ্গে ইউরোপের নেতাদের ‘এর কিছু মৌলিক মূল্যবোধ’ থেকে সরে আসার জন্য অভিযুক্ত করেন।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান কাজা কাল্লাস একে ইউরোপের সঙ্গে ‘লড়াইকে চাঙ্গা করার চেষ্টা’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
ইউরোপের অনেক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র। রাশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত মাইকেল ম্যাকফাউল পলিটিকোকে বলেছেন ভ্যান্সের মন্তব্য ছিল ‘অপমানজনক’ এবং ‘অভিজ্ঞতার দিক থেকে অসত্য’। ভ্যান্স তার ২০ মিনিটের ভাষণকে ব্যবহার করেছেন যুক্তরাজ্যসহ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের বিষয়ে বলার জন্য। জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টরিয়াস তার বক্তৃতায় বলেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট পুরো ইউরোপের গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এবং আমি যদি ঠিকমতো বুঝে থাকি তাহলে তিনি ইউরোপের একাংশ যেখানে স্বৈরতন্ত্র চলছে তার সঙ্গে তুলনা করেছেন- এটা অগ্রহণযোগ্য।’

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৯মি.

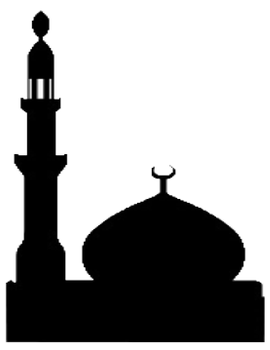

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৫	৬.০৭
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫৭	
মাগরিব	৫.৩৯	
এশা	৬.৪৯	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দীর্ঘ পাল্লার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র উন্মোচনে ইরান

আপনজন ডেস্ক: এক হাজার কিলোমিটারের অধিক পাল্লার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির ঘোষণা দিয়েছেন ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) নৌবাহিনীর কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল আলীরেজা তাংসিরি।
তিনি জানান, ইরান ১ হাজার কিলোমিটারের অধিক পাল্লার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র সফলভাবে তৈরি করেছে। ক্ষেপণাস্ত্রটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে নির্ভুলতা এবং কর্মক্ষম কার্যকারিতা উন্নত করা হয়েছে।

নাসরুল্লাহর জানাজা বৈরুতের স্টেডিয়ামে, অংশ নেবে ৭৯ দেশের প্রতিনিধি

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সাবেক মহাসচিব শহিদ হাসান নাসরুল্লাহর জানাজা ও শেষ বিদায় অনুষ্ঠানের সময়সূচি ঘোষণা করেছে আয়োজক কমিটি। এই অনুষ্ঠানে বিশ্বের বহু দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন।
আয়োজক কমিটির প্রধান আলী দাহের শুক্রবার বলেছেন, আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি এক ঐতিহাসিক দিন। এদিন হিজবুল্লাহর সাবেক দুই মহাসচিব সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ ও সাইয়্যেদ হাশেম সাফিউদ্দিনের শেষ বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। দিনটি তরবারির ওপর রক্তের বিজয়ের ক্ষেত্রে আরেও একটি প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে। এই দুই নেতার শাহাদাত ভবিষ্যতেও বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। ইরানি সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, আলী দাহের বলেছেন, ২৩ ফেব্রুয়ারি হচ্ছে মজলুমদের নেতার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দিন। তিনি বলেন, হিজবুল্লাহর নেতৃত্ব এই দুই শহিদের জানাজা ও শেষ বিদায় অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করতে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রধান কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ১০টি বিশেষায়িত কমিটি থাকবে। এই আয়োজনের স্লোগান হচ্ছে ‘আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব’। এর অর্থ হচ্ছে- আমরা আমাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত শহিদ নেতার সম্মান বজায় রাখব।

বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ নির্ধারণ করল কুয়েত সরকার

আপনজন ডেস্ক: বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর নির্ধারণ করেছে কুয়েত সরকার। শিশুদের অধিকার রক্ষা এবং পারিবারিক স্থিতিশীলতা জোরদার করার লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির বিচারমন্ত্রী নাসের আল সুমাইত। সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে, কুয়েতে মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ছিল ১৫। অপরদিকে ছেলেদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ছিল ১৭। এবার ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যই বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ নির্ধারণ করেছে কুয়েত সরকার।
কুয়েতের বিচারমন্ত্রী নাসের আল সুমাইত জানান, ২০২৪ সালে দেশটিতে ১ হাজার ১৪৫টি বাল্যবিবাহ হয়েছে।
গবেষণায় দেখা গেছে, কুয়েতে প্রাপ্ত বয়স্কদের চেয়ে শিশুদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার সবচেয়ে বেশি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিয়ের আগে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক ও সামাজিক পরিপক্কতা না থাকার কারণে এসব বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে।

যুদ্ধবিরতির মধ্যেই লেবাননের দক্ষিণে ইসরায়েলের ড্রোন হামলা

আপনজন ডেস্ক: একটি ইসরায়েলি ড্রোন শনিবার লেবাননের দক্ষিণে আঘাত হেনেছে। তবে এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতির শেষের দিকে এ হামলা হলো। লেবানিজ সরকারি গণমাধ্যম এ খবর জানিয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি (এনএনএ) জানিয়েছে, ‘একটি ইসরায়েলি শত্রু ড্রোন’ আয়নাতার শহরের পাশে আঘাত হেনেছে। তবে ‘কেউ আহত হয়নি’ এবং ‘ড্রোন ও পর্যবেক্ষণ বিমান এখনো ওই এলাকায় নিচু উচ্চতায় উড়ে যাচ্ছে’।
ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে যুদ্ধবিরতি ২৭ নভেম্বর কার্যকর হয়েছিল। এর আগে তাদের মধ্যে এক বছরের বেশি সংঘর্ষ হয়, যার মধ্যে দুই মাসের পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধও রয়েছে।
চুক্তির অধীনে, লেবাননের সামরিক বাহিনী দক্ষিণে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের সঙ্গে একযোগে মোতায়েন হবে এবং ইসরায়েলি বাহিনী ৬০ দিনের মধ্যে নিজেদের সেনাদের প্রত্যাহার করবে। পাশাপাশি হিজবুল্লাহকে সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থান ছেড়ে দিতে হবে।
চুক্তির সময়সীমা পরবর্তীতে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ৩ ফাল্গুন ১৪৩১, ১৭ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

গণতন্ত্রের নামে পরিহাস

সত্যজিত্ রায় রচিত ও পরিচালিত বিখ্যাত 'হীরক রাজার দেশে' চলচ্চিত্রে হীরক রাজা তাহার জ্যোতিষীর নিকট একটি অনুষ্ঠানের শুভ দিনক্ষণ জানিতে চাহেন। জ্যোতিষী গ্রহনক্ষত্র বিচার করিয়া বলিলেন যে, রাজা যেই দিন অনুষ্ঠান করিতে চাহিতেছেন সেই দিনটি শুভ নহে। তবে ইহার পরই জ্যোতিষী যাহা বলিলেন তাহার মর্মার্থ হইল—রাজা যদি চাহেন তো, অশুভকেই শুভ বানাইয়া দেওয়া যায়; অর্থাত্ রাজার ইচ্ছাই শেষ ইচ্ছা।

সিনেমাটি রূপক। তবে এই সিনেমার বহু ঘটনা ও সংলাপের সহিত তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের নানান ঘটনার মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ পাকিস্তানের কথাই বলা যায়। দেশটি যেন সব সম্ভবের লীলাক্ষেত্র। যিনি এতদিন ছিলেন অচ্ছুত-মহাবিপদাপন্ন, অদৃশ্য মহাশক্তির অনুগ্রহে তিনিই আজ হইয়া যাইতে পারেন সবচাইতে বড় ঘুঁটি। পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন)-এর প্রধান নওয়াজ শরিফ, যিনি তিন বারের প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানে ফৌজদারি মামলায় কারাদণ্ড হইলে সেই দেশের রাজনীতিকরা আর ভোটে দাঁড়াইতে পারেন না। কিন্তু সেই নিয়মই বাতিল করিয়াছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। তাহার আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর আজীবনের নিষেধাজ্ঞা গত সোমবার প্রত্যাহার করিয়াছে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট। স্বাভাবিকভাবেই সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে নওয়াজ শরিফের আর নির্বাচনে লড়িতে কোনো বাধা থাকিল না। অথচ, আমরা যদি নওয়াজ শরিফের দীর্ঘ রাজনৈতিক পরিক্রমার দিকে তাকাই, দেখিতে পাইব, প্রায় পুরাটা সময় তিনি পাকিস্তানের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সহিত বিবাদে জড়াইয়া ছিলেন। শেষবার তিনি যখন পাকিস্তানে দুর্নীতির দায়ে সাজা খাটিতেছিলেন, তখন স্বাস্থ্যগত কারণে ২০১৯ সালের নভেম্বরে জেল হইতে বাহিরে আসিবার সুযোগ পান এবং স্বেচ্ছায় লন্ডনে নির্বাসিত হন। বিবিসির একটি বিশ্লেষণে বলা হইয়াছে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে, সেনাবাহিনী একদিন যাহাকে ক্যু করিয়া ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছিল, বিশেষ কারণে তাহাকেই আবার ক্ষমতার মসনদে বসাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, গত চার বত্সরে সকল চরিত্রেরই যেন বদল ঘটিতেছে। নওয়াজ শরিফের প্রতিপক্ষ ইমরান খান, যিনি ২০১৮ সালে শরিফের জায়গায় প্রধানমন্ত্রী হন, তিনি এখন সেনাবাহিনীর সহিত প্রবল দ্বন্দ্বে কারাগারে অন্তরিন। জনাব শরিফের দল পিএমএল-এন পার্টি সেই সময় পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব নেয়, যাহার প্রধান হইলেন নওয়াজ শরিফের ছোট ভাই শাহবাজ শরিফ।

পাকিস্তানে এই বত্সর যেই নির্বাচন হইবে—তাহা কি সুষ্ঠু হইবে? এই প্রশ্ন প্রায় সকলের। ইমরান খানের দলের লোকজন বলিতেছেন যে, কীভাবে নির্বাচনের পূর্বে দেশের সবচাইতে জনপ্রিয় নেতাকে (ইমরান খানকে) কারাগারে অন্তরিন রাখিতে পারে? মজার ব্যাপার হইল, নওয়াজ শরিফের দলও অনেকটা একই কথা বলিয়াছিল, যখন ২০১৮ সালের নির্বাচনের পূর্বে তিনি কারাগারে যান। সেই কারণে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করিয়াছেন, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতেছে। শুধু এইবার পিটিআইয়ের জায়গায় সুবিধা পাইতেছে পিএমএল-এন। এই ব্যাপারে বিবিসির একটি পর্যালোচনায় বলা হইয়াছে যে, প্রথমে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী (দেশটির নেপথ্য মূলশক্তি) ইমরান খানকে বাছিয়া লইয়াছিল, কারণ তাহারা মনে করিয়াছিল, জনাব খান তাহাদের জন্য নিরাপদ। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল ইমরান খানের দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণত হাসিল হইতেছে না, তখন তাহারা জনাব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার সিদ্ধান্ত লইল এবং নওয়াজ শরিফকে এখন পুনরায় মঞ্চে অবতারণ করা হইল।

এই যখন হয় তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের ভবিতব্য, তখন আড়ালে বসিয়া 'গণতন্ত্র' অট্টহাস্য করে বটে। ইহা যেন পুতুলনাচের ইতিকথার মতো। অদৃশ্য সুতা সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। সেই সুতা যাহাদের হাতে, তাহারা যাহাকে প্রয়োজনীয় মনে করেন, তাহাকে মঞ্চে লইয়া আসেন। আবার যাহাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন, মঞ্চ হইতে তাহাকে সরাইয়া নিক্ষেপ করেন অন্ধকারে। অথচ গণতন্ত্রে পুতুলনাচের অদৃশ্য সুতার থাকিবার সুযোগ নাই। তাহা হইলে আর সেইখানে গণতন্ত্র থাকে না। যাহা থাকে তাহা গণতন্ত্রের নামে পরিহাস।

• • • • • • • • • • • •

মার্কিন নেতৃত্বের বদল হলেও এজেন্ডার বদল হয় না!

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে যুদ্ধঅপরাধী নেতানেয়াহুর বিরুদ্ধে জারি হওয়া গ্রেফতারি পরোয়ানাকে কার্যকর করতে সাউথ আফ্রিকা, ব্রাজিল, কিউবা এবং কলম্বিয়া সহ মোট নয়টি দেশ মিলে ৩১শে জানুয়ারি হেগ গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত করলেন। আর ঠিক অপরপ্রান্তে সেই গ্রেফতারি পরোয়ানাকে কার্যত বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে যুদ্ধঅপরাধীকে পাশে নিয়ে গাজা উপত্যকা দখলের ঘোষণা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সেই চিরাচরিত ইসরাইল প্রীতি এজেন্ডার প্রতি তাদের অনড় অবস্থানকেই পুনর্ব্যক্ত করলেন নবাগত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। লিখেছেন চামেলী খাতুন।

'প্যালেস্টাইন ইস্যুতে সৌদি আরবের অবস্থান পরিষ্কার ও স্পষ্ট,যা কোনো অবস্থাতেই ভিন্ন ব্যাখ্যার সুযোগ দেয় না।সৌদি আরব প্যালেস্টাইনিদের নিজভূমি থেকে উচ্ছেদের যেকোনো প্রচেষ্টা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। প্যালেস্টাইন ইস্যুতে সৌদি আরবের অবস্থান আপোষহীন এবং এ নিয়ে কোন সমঝোতার সুযোগ নেই'।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা উপত্যকা দখলের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে যুদ্ধঅপরাধী নেতানেয়াহুর বিরুদ্ধে জারি হওয়া গ্রেফতারি পরোয়ানাকে কার্যকর করতে সাউথ আফ্রিকা, ব্রাজিল, কিউবা এবং কলম্বিয়া সহ মোট নয়টি দেশ মিলে ৩১শে জানুয়ারি হেগ গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত করলেন। আর ঠিক অপরপ্রান্তে সেই গ্রেফতারি পরোয়ানাকে কার্যত বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে যুদ্ধঅপরাধীকে পাশে নিয়ে গাজা উপত্যকা দখলের ঘোষণা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সেই চিরাচরিত ইসরাইল প্রীতি এজেন্ডার প্রতি তাদের অনড় অবস্থানকেই পুনর্ব্যক্ত করলেন নবাগত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার স্বঘোষিত স্বর্ণযুগে যে প্যালেস্টাইনিদের ভাগ্যের কোন আশানুরূপ পরিবর্তন নেই সেটা যেমন স্পষ্ট করলেন, তেমনই স্পষ্ট করলেন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনের প্রতিশ্রুতি ছিল তার নিছক একটি নির্বাচনী ভাঁওতা।মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বা মধ্যস্থতার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রাপ্ত যুদ্ধঅপরাধীকে সন্তুষ্ট করণের এই নীতি যেন তৎকালীন নাৎসি জার্মানির মিউনিখ চুক্তির (১৯৩৪সাল) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।ঐতিহাসিক ফ্রেডারিক হার্টম্যানের ভাষায় তা ছিল - 'অবশেষে মিউনিখ চুক্তির সোনার থালায় চেকস্লোভাকিয়াকে হিটলারের কাছে নিবেদন করা হলো'। কমিউনিজমের লাল বন্যার বিরুদ্ধে বাঁধ তৈরির উদ্দেশ্যে হিটলার কে চেকস্লোভাকিয়ার পথে রুশ সীমান্তে ঠেলে দিয়ে পূর্ব ইউরোপে তার অবাধ বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিন। 'ইউরোপের শান্তি স্থাপন' নামক চেম্বারলিনের এই তোষণ নীতিই ইউরোপের শক্তি সাম্যকে ধ্বংস করে বিশ্বকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে একধাপ এগিয়ে দিয়েছিলেন।অনুরূপভাবেই মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম বিশ্বকে কোণঠাসা করতে দখলদার ইহুদি রাষ্ট্রের অবৈধ দখলদারিত্বে পূর্ণ সমর্থন যুগিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের অবাধে সম্প্রসারণের সুযোগ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিসাম্যকে বিনষ্ট করছেন পশ্চিমা জায়নবাদীরা। রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রথম মেয়াদে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ট্রাম্প ইসরাইল-প্যালেস্টাইন সংক্রান্ত মধ্যস্থতাকারী রূপে যে আগুন নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছিলেন তাতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার পরিবর্তে আরো বিষময় হয়ে উঠেছিল। ২০১৭ সালে জানুয়ারিতে অর্থাৎ শাসনকালের শুরুটাই ছিল মুসলিম নিষেধাজ্ঞার মধ্যে দিয়ে। ইরাক,ইরান,সিরিয়া সহ মোট সাতটি মুসলিম দেশের উপর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিয়েছিলেন। চলতি বছরের শেষে অর্থাৎ ডিসেম্বরে জেরুজালেম কে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে মার্কিন দূতাবাসকে তেল আভিভ থেকে জেরুজালেমে স্থানান্তরিত করার ঘোষণাও দিয়ে বসেন। এই হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে বিবাদমান দুই পক্ষের উত্তেজনা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এর পরবর্তী বছর (২০১৯ সালে মার্চ মাসে)ট্রাম্প আরো একধাপ এগিয়ে গোলান মালভূমিকে(১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত সিরিয়ার অঞ্চল) ইসরাইলের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন। এর পরের বছর (২০২০ সালে জানুয়ারি) ট্রাম্পের সর্বাধিক আলোচিত এবং বিতর্কিত পদক্ষেপ টি হল ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডের অভিজাত কুদস ফোর্সের কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া । ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেনির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং ইরানের অন্যতম প্রধান এই রণকৌশলী দীর্ঘকাল থেকেই যযুক্তরাষ্ট্রের হিটলিস্টে ছিলেন। দেশের বাইরে বিশেষ করে ইরাক ও সিরিয়া যুদ্ধে ইরানের হস্তক্ষেপের মূল কারিগর ছিলেন এই সোলাইমানি। লেবাননের হিজবুল্লাহ, সিরিয়ায় বাশার আল আসাদ ও ইরাকের শিয়া মতাদর্শী মিলিশিয়া বাহিনীর সঙ্গে ইরানের সম্পর্ককে জোরদার করেছিলেন তিনি। ইরাকের মরু অঞ্চলের কালো পতাকাবাহী আইএস এবং আল নুসা নামক কুখ্যাত সংগঠনগুলিকে জব্দ করতে সক্ষম হওয়া এই সমরবিদের রণকৌশল যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই যুক্তরাষ্ট্রে হামলার পরিকল্পনার ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে সোলাইমানিকে হত্যা করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সম্পর্ককে আরোও তলানিতে নামিয়ে আনেন ট্রাম্প। একই বছর ইসরাইলের বিশেষ স্বার্থের কথা মাথায় রেখে(২০২০ সালের ২৮ শে জানুয়ারি) প্রধান অতিথি হিসেবে বেঞ্জামিন নেতানেয়াহুকে পাশে নিয়ে ঐতিহাসিক এক শান্তি পরিকল্পনা(peace to prosperity) প্রস্তাবিত করেন। প্রস্তাব ঘোষণার পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাকচ করে দিয়েছিলেন প্যালেস্টাইনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। কারণ এই পরিকল্পনায় এমন একটি প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের কথা প্রস্তাব করা হয়েছিল যা তাদের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুন্ন করে, চারপাশ ইসরাইলের ভূখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত এবং সর্বদা ইহুদি বসতি বিস্তারের ঝুঁকি সম্পন্ন। মেয়াদের শেষ পর্যায়ে প্যালেস্টাইনের জনগণের বিরুদ্ধে দখলদার ইসরাইলের আগ্রাসনের প্রধান অংশীদার হিসেবে ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে ইসরাইলের সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে আব্রাহাম চুক্তি(আব্রাহাম অ্যাকর্ডস ২০২০ সাল)স্বাক্ষরিত করেন। এই চুক্তির সাফল্যতা বা তাৎপর্য এই যে ১৫ মাস ব্যাপী নির্বিচারে গণহত্যা চালানো পরেও চুক্তিভুক্ত দেশগুলির(সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহারাইন, মরক্কো, সুদান) কেউই প্রতিবাদ স্বরূপ তাদের স্বাভাবীকরণের চুক্তি থেকে সরে আসেনি বা কোন সম্পর্ক স্থায়ীভাবে ভেঙে দেওয়া হয়নি ।তাদের আপন স্বার্থে গণহত্যাকারী দেশের সঙ্গে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ককে বজায় রেখে আব্রাহাম চুক্তিকে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। সুতরাং ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা গুলিই বিশেষজ্ঞ মহলের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আশঙ্কা আরও তীব্র কারণ দ্বিতীয় মেয়াদে শপথ গ্রহনের পরেই ট্রাম্পের যে নির্বাহী আদেশ গুলি দিয়েছেন তার মধ্যে একটি হলো প্রথম মেয়াদের সেই মুসলিম নিষেধাজ্ঞার থেকেও ভয়ংকর। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণ করে এমন শিক্ষার্থীদের ভিসা না দেওয়া। এর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিক ও শিক্ষার্থীরা যেন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ সংস্কৃতি বা সরকারের প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণ না করে ও বিদেশী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে সমর্থন না করে তা নিশ্চিত করা।অর্থাৎ এক প্রকার ধরেই নেওয়া যে ইসরাইলের বিরোধিতা করার অর্থ হলো সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করা।গাজায় গণহত্যা চলাকালীন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলি গণহত্যা বিরোধী আন্দোলনের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল ।আর এটা জলের ন্যায় স্বচ্ছ যে সেই সমস্ত অভিবাসী শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করার উদ্দেশ্যে মূলত এই আদেশ জারি করা হয়েছে।

এছারাও ইসরাইলকে ২ হাজার পাউন্ড MK৮৪ বোমা সরবরাহের অনুমোদন দেওয়ার পাশাপাশি হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করেছে যে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ এই বোমা সরবরাহের বিষয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের দ্বারা পূর্বে আরোপিত নিষেধাজ্ঞাকে তুলে নেবে।আর এরই মাঝেই বিতর্ক আরো উস্কে দিয়ে গাজা দখলের হাড় হিম করা ঘোষণা যেন লক্ষ লক্ষ গাজাবাসীর ঘুম কেড়ে নেয়।এই প্রস্তাব আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের রেজল্যুশন দ্বারা স্বীকৃত প্যালেস্টাইনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে । এছাড়া এটি যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বিশ্বের দীর্ঘদিনের দ্বিরাষ্ট্র নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।প্যালেস্টাইনিদের স্বাধীন সত্তার সঙ্গে আপোষ করা বা তাদের বলপূর্বক আপন ভূমি থেকে উচ্ছেদের পরিকল্পনা প্রমাণ করে যে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘমেয়াদী কোন শান্তি স্থাপনে অগ্রাহী নয়। বরং ইসরাইলের অবৈধ সম্প্রসারণকে প্রশ্রয় দিয়ে বিশৃঙ্খলা কে আরও দ্বিগুন করতে চাইছে।যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় পর্যায়ে যেখানে গাজায় অবশিষ্ট জিম্মিদের মুক্তি,যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধ,এবং ভূখন্ড থেকে ইসরাইলের সেনা প্রত্যাহার মতো শর্ত অন্তর্ভুক্ত আছে এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মাঝেই কেন ধ্বংসযজ্ঞে অংশগ্রহণকারী এবং ধ্বংসযজ্ঞকারী এক মঞ্চে দাড়িয়ে ধ্বংসস্থানের পুনর্নির্মাণের ঘোষণা দিচ্ছেন? উদ্দেশ্য কি স্পষ্ট নয় ? সম্পূর্ণ বিজয়ের দাবী করতে থাকা নেতানিয়াহুর যুদ্ধের ঘোষিত এবং অঘোষিত দুই লক্ষ্য (হামাস নির্মূল এবং গাজাবাসীকে মিশরে বিতাড়িত করে গাজায় ইসরাইলি বসতি স্থাপন) অর্জনে ব্যর্থ। নৈতিক পরাজয়ের অভিযোগে খোদ ইসরাইলের অন্দরেই ক্ষোভের মুখে পড়েছেন তিনি। যুদ্ধ উন্মাদ উগ্রপন্থী নেতারা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধই হলো নেতানেয়াহুর ক্ষমতায় টিকে থাকার রসদ। আর যুদ্ধ বিরোধী চুক্তি স্থায়ী বা কার্যকরী হওয়ার অর্থ হলো স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের পথ প্রশস্ত হওয়া আর এই স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের বিরোধিতাই নেতানেয়াহু সারা জীবন করে গেছেন। তাই ট্রাম্প যুদ্ধ এবং শান্তি চুক্তির মাঝে পুনর্গঠনের নামে কৌশলে গাজা উপত্যকা কে ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে এনে দিতে চেয়েছেন যাতে আগামী দিনগুলিতে ইসরাইলের নিরাপত্তা এবং নেতানেয়াহুর ক্ষমতায় টিকে থাকা সুনিশ্চিত থাকে।

ইসরাইল প্যালেস্টাইন সংক্রান্ত মধ্যস্থতায় যুক্তরাষ্ট্রের বরাবরই প্রধান্য ছিল ইসরাইলের ইচ্ছা, সীমাবদ্ধতা ও নিরাপত্তার বিষয়গুলি।আর সে কারণেই যুক্তরাষ্ট্র প্যালেস্টাইনের প্রতিনিধি ছাড়াই দ্বী রাষ্ট্রিক সমাধানের টেবিলে বসতে তৎপর থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের একের পর এক প্রেসিডেন্ট শান্তির জন্য ইসরাইলের পাশাপাশি একটি স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও তারা দুই রাষ্ট্রের সমান সার্বভৌমত্বকে কে কখনোই মেনে নিতে চান না। তাই মধ্যপ্রাচ্যে শক্তিসাম্যের নামে ইরানের ওপর কঠোর সামরিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে ইরানকে ক্ষেপিয়ে তোলা থেকে শুরু করে সিরিয়ায় মার্কিন সেনা মোতায়ন।বা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাউন্সিলের (ইউএনএইচআরসি) সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে প্যালেস্টাইনের জন্য জাতিসংঘের প্রধান ত্রানবাহী সংস্থা ইউএনআরডাব্লুএ কে অর্থায়ন বাতিল করা এই অভিযোগে যে, এই সংস্থাগুলি মূলত ইসরাইল বিরোধী কার্যকলাপ এর সঙ্গে লিপ্ত।এই পদক্ষেপসমূহ ইসরাইলের নিরাপত্তাকে স্থায়ীভাবে নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয় ।এদিক দিয়ে লক্ষ করলে ট্রাম্পের কাছে গাজা বরাবরই ইসরাইলে নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ।আর ইসরাইলের অতি ডানপন্থী নেতাদের চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল অধিকৃত অঞ্চল গুলি থেকে প্যালেস্টাইনিদের স্থায়ীভাবে উচ্ছেদ করে বেশি বেশি পরিমাণ ইহুদীদের বসতি স্থাপন করা। তাই হয়তো ট্রাম্প গজা উপত্যকা পুনর্গঠনের সুযোগে ইসরাইলের অতি ডানপন্থী নেতাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে হাওয়া দিয়ে ইসরাইলের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে চেয়েছেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য যেমন গাজা উপত্যকা অধিগ্রহণ আবশ্যক তেমনই মধ্যপ্রাচ্যের বুকে ইসরাইলের অস্তিত্বকে সসম্মানে টিকিয়ে রাখতে আবশ্যক সৌদি আরব এবং ইসরাইলের মধ্যে সম্পর্কের স্বাভাবিকরণ।তাই গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্র বেশ কয়েক মাস ধরে সৌদি আরবকে ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে রাজি করানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ২০২৩ এর অক্টোবর মাস থেকে গাজায় ইসরাইলে আগ্রাসন শুরু হলে মুসলিম বিশ্ব জনমতের ক্ষোভের কথা মাথায় রেখে ওই আলোচনা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত নেয় সৌদি আরব।এবারও গাজা উপত্যকা দখলের পরিকল্পনা নিয়ে ট্রাম্পের ঘোষণার পর সৌদির বিদেশ মন্ত্রণালয় উপরোক্ত বিবৃতি মারফত প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের অধিকারের বিষয়ে তাদের কঠোর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এমতাবস্থায় ট্রাম্প কি সৌদি আরব এবং ইসরাইলের মধ্যে সম্পর্কের ভাটা পড়ার আশঙ্কায় গাজা উপত্যকায় তার আগ্রাসন মূলক পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে আসবেন? নাকি সৌদি আরব সহ বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করেই অধিকৃত অঞ্চল গুলি একে একে ইসরাইলের সঙ্গে সংযুক্তকরণের মধ্যে দিয়ে তাদের সেই কাল্পনিক বৃহত্তর ইসরাইলের(মিশরের নীলনদ থেকে ইরাকের ফোরাত নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল)ধারণাকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন?

জার্মানিতে নির্বাচন: কারা আসছে ক্ষমতায়

সরাফ আহমেদ

জোট বেঁধে সরকার পরিচালনা জার্মানির পুরোনো রেওয়াজ। বহু বছর ধরে জার্মানিতে এভাবেই সরকার গঠিত হচ্ছে। তবে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই জোট ভেঙে যাওয়ার বা দক্ষিণপন্থী নিয়ে জোট গঠনের রেওয়াজ নেই বললেই চলে।

পার্লামেন্ট নির্বাচনে কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার কারণেই দুই বা ততোধিক দলের অংশীদারের ভিত্তিতে জোট সরকার গঠিত হয়। জোটবদ্ধ দলগুলো নিজেদের মধ্য আলোচনার ভিত্তিতে জোট চুক্তি সম্পাদন বা লিপিবদ্ধ করে সরকার গঠন করে। গত বছর নভেম্বর মাসে জার্মানিতে ক্ষমতাসীন তিনদলীয় জোটের ঐক্য ভেঙে যাওয়ার পর আবার নতুন করে জাতীয় নির্বাচনের দিন ঠিক করা হয়। এবারের আসন্ন ২১তম সাধারণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে ২৩ ফেব্রুয়ারি। জার্মানিতে সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। ২০২১ সালে নির্বাচনের পর তিনটি দল জোট বেঁধে ক্ষমতায় আসে। জার্মানির সবচেয়ে প্রাচীন সামাজিক গণতান্ত্রিক দল, পরিবেশবাদী সবুজ বা গ্রিন পার্টি এবং ফ্রি লিবারেল দল বা এফডিপি। জোটবদ্ধ তিনটি দলের রাজনৈতিক মতাদর্শ এক না হলেও সরকার চালাতে বেশ কিছু বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ মতামতের ওপর ভিত্তি করে জোটবদ্ধ সরকারের রচিত হয়েছিল।

দুর্ভাগ্য, করোনা মহামারি, ইউক্রেনের যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক সংকটের কবলে পড়ে প্রথম থেকেই এই জোট সরকার স্বস্তিতে থাকতে পারেনি। কারণ, করোনাকালে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া, রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ, জ্বালানি খাতে বাড়তি খরচ। নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মোতাবেক জলবায়ুবান্ধব অর্থনীতি গড়া, জার্মানির অন্যতম রপ্তানি খাত মোটরযানশিল্পে মন্দা, এসব নিয়ে জোটবদ্ধ সরকার প্রথম থেকেই সংকটে পড়ে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে শুধু ২০২৪ সালে ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তার জন্য জার্মান সরকারকে প্রায় ৭ দশমিক ১ বিলিয়ন ইউরো ব্যয় করতে হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সহসংগঠন ইউরোপিয়ান পিস ফ্যাসিলিটিসের (ইপিএফ) তহবিল ইইউ সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে পরিশোধ করতে হয়। এই ব্যয় মূলত ইউক্রেনে নানা ধরনের অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় করতে খরচ হয়। এই ব্যয়ের বাইরে রয়েছে ন্যাটোভুক্ত দেশের সদস্য হওয়ার কারণে বাড়তি ব্যয়ের হিসাব।

উল্লেখ্য, জার্মান সরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রতিরক্ষা খাতে স্বল্প ব্যয়ের নীতি অনুসরণ করে আসছিল। সাম্প্রতিক কালের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ইউরোপের মাটিতে ন্যাটো সামরিক জোটের বিস্তৃতি করার মার্কিন লিপ্সার কারণে প্রতিরক্ষা খাতে জার্মানির ব্যয় হঠাৎ করেই বেড়ে যায়। জার্মানির জোটবদ্ধ সরকার এর আগে বেশ কয়েকটি সংকটের সম্মুখীন হলেও গত বছর নভেম্বর মাসে বাজেট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ভাঙনের মুখে পড়ে। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো নিয়ে সংকট আরও প্রবল হয়, তার কারণ ২০২৪ সালের ঘাটতি বাজেটের বিশাল ব্যবধান। বিষয়গুলো অনেক আগেই অনুমোদিত হওয়া উচিত ছিল। যেমন সঞ্চয়, নতুন ঋণ নেওয়া, মৌলিক আইনে অন্তর্ভুক্ত ঋণের বিরতি স্থগিত করা প্রভৃতি। বিষয়গুলো নিয়ে জোটের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়।

নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে জার্মান সুপ্রিম কোর্ট বা ফেডারেল সাংবিধানিক আদালত জোট সরকারের আর্থিক নীতির কিছু অংশ বাতিল করে দেয়। বাজেট প্রণয়নে সংকটে জোটের শরিক দল ফ্রি লিবারেল দলটি বের হয়ে যায়।

ক্ষমতাসীন জোট সরকারের এই সংকটের মুখে এই বছর আগস্ট মাসের পরিবর্তে দ্রুত ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে হয়।

গত সপ্তাহে সাবেক চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল, তাঁর দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন কর্তৃক জার্মান সংসদে এ ধরনের প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অলটারনেটিভ ফর ডয়েচল্যান্ডের মতো দলটির কাছ থেকে সহায়তা নিয়ে এ ধরনের প্রস্তাব পাসের জন্য দলটির বর্তমান নেতা ফ্রেডরিক মের্ৎসের কঠোর সমালোচনা করেন।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা সংকটের মুখে বাড়তি সমস্যা যুক্ত হয় জার্মানিতে কট্টরবাদী জার্মানির জন্য বিকল্প দ্য এএফডি দলটির হীন কার্যকলাপ। অভিবাসী, শরণার্থী ও ইসলামবিদ্বেষী নব্য নাৎসিবাদী দলটি জনতুষ্টিবাদী মিথ্যা জনপ্রিয় স্লোগানকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা গ্রহণ করে। এই সবকিছু মিলিয়ে বর্তমান জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজের দল সামাজিক গণতান্ত্রিক দলকে বেকায়দায় ফেলে দেয়।

নির্বাচনের প্রায় দুই সপ্তাহ আগে নানা জরিপে দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতাসীন জোট সরকারের বড় দল সামাজিক গণতান্ত্রিক দলটি চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। পরিসংখানে প্রথমে রয়েছে ক্রিশ্চিয়ান গণতান্ত্রিক ইউনিয়ন দল, তারপরই রয়েছে কট্টরবাদী জার্মানির জন্য বিকল্প দলটি, এরপর রয়েছে সামাজিক গণতান্ত্রিক দল ও পরিবেশবাদী সবুজ দল।

আসন্ন নির্বাচনী জরিপে প্রথমে থেকেই ক্রিশ্চিয়ান গণতান্ত্রিক ইউনিয়ন দলটির নেতা সম্ভাব্য আগামী চ্যান্সেলর, ফ্রেডরিক মের্ৎস গত ২৯ জানুয়ারি জার্মান পার্লামেন্টে অভিবাসন নীতিবিরোধী পরিকল্পনার প্রস্তাব করেন। আর এই প্রস্তাব সংসদে পাস করার জন্য সহায়তা করে জার্মানির কট্টর রক্ষণশীল অভিবাসীবিরোধী অলটারনেটিভ ফর ডয়েচল্যান্ড দল দলটি। যদিও প্রস্তাবটি গত ৩১ জানুয়ারি পার্লামেন্ট অভিবাসীবিষয়ক খসড়া আইনটি শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট না পেয়ে বাতিল হয়ে যায়।

এ ঘটনার পর থেকেই জার্মানিজুড়ে জার্মানির কট্টর রক্ষণশীল অভিবাসীবিরোধী অলটারনেটিভ ফর ডয়েচল্যান্ড দলটির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হচ্ছে। নির্বাচনের দুই সপ্তাহ আগে জার্মানির বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ করছেন। বিক্ষোভকারীরা জার্মানির গণতান্ত্রিক দলগুলোকে নব্য নাৎসিদের দল জার্মানির জন্য বিকল্প দলটির সঙ্গে সহযোগিতা না করার আহ্বান জানিয়েছেন।

গত সপ্তাহে সাবেক চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল, তাঁর দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন কর্তৃক জার্মান সংসদে এ ধরনের প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অলটারনেটিভ ফর ডয়েচল্যান্ডের মতো দলটির কাছ থেকে সহায়তা নিয়ে এ ধরনের প্রস্তাব পাসের জন্য দলটির বর্তমান নেতা ফ্রেডরিক মের্ৎসের কঠোর সমালোচনা করেন।

আসন্ন নির্বাচনসংক্রান্ত জরিপে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন দলটির পরেই অলটারনেটিভ ফর ডয়েচল্যান্ড দলটি দ্বিতীয় শক্তিশালী দল হিসেবে দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে এ ধরনের একটি নব্য নাৎসি দলের দ্বিতীয় শক্তিশালী দল হিসেবে উঠে আসার বিষয়টি সবাইকে ভাবাচ্ছে।

জার্মানির রাজনীতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ–পরবর্তী কোনো নাৎসি দল এতটা জনপ্রিয়তা পায়নি বা কট্টরবাদী কোনো নাৎসি দলকে নিয়ে জোটবদ্ধ সরকার গঠিত হয়নি। এ বছর জার্মানির নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয় ও তার বিদ্বেষপ্রসূত অভিবাসী রাজনীতি জার্মানিতে অনেকটাই সুযোগ করে দিচ্ছে। ট্রাম্পের আরেক সহযোগী ইলন মাস্ক অভিবাসী বিষয়ে ইউরোপীয় কট্টরবাদী দলগুলোকে উসকে দিচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম নেওয়া মাস্ক যুক্তরাষ্ট্রে নিজে একজন অভিবাসী হয়েও অর্থ বিত্তের অহংকারে অভিবাসীবিরোধী অপরাজনীতি করছে।

সম্প্রতি ইলন মাস্ক তাঁর বিশ্বব্যাপী কট্টর ডানপন্থা রাজনীতি উসকে দেওয়ার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জার্মানিতেও হস্তক্ষেপ করেছেন। তিনি জার্মানির কট্টর ডানপন্থী দল অলটারনেটিভ ফর জার্মানি দলটির প্রকাশ্য সমর্থক হয়েছেন।

ডিসেম্বরের শেষ দিকে একটি জার্মানি পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে তিনি অলটারনেটিভ ফর জার্মানি দলটিকে জার্মানির 'শেষ আশার আলো' বলে উল্লেখ করেন। সেই লেখায় তিনি বলেছেন, অভিবাসন সীমিত করার মাধ্যমে দলটি দেশকে নিরাপদ রাখতে ও জার্মান সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারবে।

গত জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে মাস্ক ভিডিও লিংকের মাধ্যমে জার্মানির হালে শহরে অলটারনেটিভ ফর জার্মানি দলটির নির্বাচনী সমাবেশে বক্তৃতা দেন। সেখানেও তিনি দলটিকে জার্মানির ভবিষ্যতের 'সর্বশেষ আশা' বলে অভিহিত করেন।

আসন্ন ২৩ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে সর্বশেষ জরিপে অনুযায়ী, ক্রিশ্চিয়ান গণতান্ত্রিক ইউনিয়ন দলটির নেতা ফ্রেডরিক মের্ৎসকে সম্ভাব্য চ্যান্সেলর হিসেবে দেখানো হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে সরকার গঠন করতে সামাজিক গণতান্ত্রিক দল বা পরিবেশবাদী গ্রিন পার্টির সঙ্গে জোট বাঁধতে হবে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মন্তব্য করছে।

সরাফ আহমেদ প্রথম আলোর জার্মানি প্রতিনিধি

প্রথম নজর

চলন্ত বাইকে আগুন লাগায় চাঞ্চল্য ছড়াল কেশপুরে

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: সাত সকালে বাড়ি থেকে বাইকে করে কাজে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেরোয় এক যুবক। । বাড়ি থেকে প্রায় কাজের স্থানে পৌঁছেই গিয়েছিলেন। পীচ রাস্তার ওপরে চলমান গাড়ির তেল ট্যাঙ্কের নিচে থেকে হঠাত্ আগুন বের হয়ে থাকে। বুঝতে পেরেই দ্রুত চলন্ত গাড়ি থেকেই লাফিয়ে নেমে পড়ে সে। গাড়িটিকে দাঁড় করানোর পরেই দাউ দাউ করে আগুন ধরতে থাকে। কোনো বোঝার আগেই পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় পুরো গাড়ি। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর থানার বাজুয়াড়া এলাকাতে শনিবার সকালে। জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল ৯ টা নাগাদ কেশপুরের মুগবসান সংলগ্ন বাজুয়াড়া চকে একটি নির্মাণ কাজের জন্য হাজির হয়েছিলেন গড়বেতার গুইয়াদহ এলাকার সেখ সাহিল নামে এক যুবক। কয়েকদিন ধরেই সে ওই কাজ করছিলেন ঠিকাদারের সাথে। প্রত্যক্ষদর্শী গ্রামীণ চিকিৎসক সেখ কমরুদ্দিন বলেন,- “চলন্ত অবস্থায় হঠাৎ করেই কিছু বোঝার আগেই বাইকে আগুন ধরে যায়। ওই যুবক তথা গাড়ির চালক কোনো ভাবে গাড়ি থেকে নামতেই। সেই বাইকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। স্থানীয়রা চেষ্টা করেও কোনো লাভ হয়নি। পুরো গাড়িটাই জ্বলে গিয়েছে।”

লিলুয়ার অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্য ছড়াল

প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: লিলুয়ার রবীন্দ্র সরণিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার সকালে একটি চারতলা বিল্ডিংয়ের সিঁড়ির তলায় মিটার বক্সে আগুন লাগে। কালো ধোঁয়ায় চারদিক ভরে যায়। বহুতলের বাসিন্দারা ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। মিটার বক্সের পাশেই তিনটি মোটর বাইক রাখা ছিল। আগুনে তিনটি বাইক ভস্মীভূত হয়। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের নিরাপদে উদ্ধার করেন। কোনও হতাহতের খবর নেই। ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকেই মিটার বক্সে আগুন লাগে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

নিকাশি নালা নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে নিকাশিনালা নির্মানের কাজ বন্ধ করে দিলেন গ্রামবাসীরা। ঠিকাদারকে ফোন করে অভিযোগ জানালে পুলিশের ভয় দেখানোর অভিযোগ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। যদিও ঠিকাদার তার বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের রানিপুরা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতি থেকে প্রায় তিন লক্ষ টাকা বরাদ্দে রানিপুরা গ্রামে ৭০ মিটার নিকাশি নালার কাজ শুরু হয়েছে। অভিযোগ, ঠিকাদার সরকারি সিডিউল না মেনে নিম্নমানের কাজ করছেন। যে পরিমাণ সিমেন্ট,বালি ও পাথর দেওয়ার প্রয়োজন, তার থেকে কম দেওয়া হচ্ছে। নিকাশি নালার প্লেট তিন ইঞ্চি পুরু করার কথা। মাত্র দেড় ইঞ্চি পুরু করা হচ্ছে। পরিমাণে কম ও নিম্নমানের রড দিয়ে প্লেট ঢালাই করা হচ্ছে। প্লেটগুলো যে কোন সময় ভেঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দা কাদের আলি বলেন, দেড় মাস ধরে কাজ চলছে। প্রথম দিন থেকেই ঠিকাদারকে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ জানিয়ে আসছি। সিডিউল দেখাতে বললে কর্নপাত করছেন না। পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন ঠিকাদার। আরেক বাসিন্দা সাগির আলি বলেন, মাঠের ফসল ট্রাক্টরে করে নিয়ে আসতে হয় বাড়িতে। প্লেটগুলো খুব দুর্বল। গাড়ির চাকা বসে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। দুই নম্বর ইট নিয়ে নিকাশিনালার গাঁথুনির কাজ করেছেন।সিমেন্টের পরিমাণ কম থাকার কারণে ইট ছুটতে শুরু করেছে। ঠিকাদারকে ফোন করে অভিযোগ জানিয়েছি। বাইরে আছে বলে গ্রামে আসছেন না। মিস্ত্রি জমরুল আলি বলেন, ঠিকাদার যেভাবে কাজ করতে বলেছেন সেইভাবে কাজ করছি। ঠিকাদার বিজয় ভট্টাচার্য বলেন, সিডিউল মেনে কাজ হচ্ছে। পুলিসের ভয় দেখানোর অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন। বিডিও সৌমেন মন্ডল বলেন, কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার ভিজিট করার পর সিডিউল মেনে কাজ শুরু হবে।

আলিয়ায় জামাআতের মিডিয়া ওয়ার্কশপ

আপনজন ডেস্ক: শনিবার কলকাতার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পার্কসার্কাস ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হল মিডিয়া ওয়ার্কশপ।
সাদায়ে হক বা সত্যের আওয়াজ শিরোনামে জামাআতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য মিডিয়া বিভাগের উদ্যোগে এই ওয়ার্কশপে বিভিন্ন জেলা থেকে বাছাইকৃত প্রায় একশ ডেলিগেটস অংশগ্রহণ করেন।
প্রোগ্রামের সূচনা হয় সংগঠনের বিভাগীয় রাজ্য সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ তাহেরুল হক সাহেবের তাজকির বিল কুরআনের মাধ্যমে। প্রারম্ভিক বক্তব্য পেশ করেন জামাআতের রাজ্য মিডিয়া সেক্রেটারি মুস্তাফিজুর রহমান। সংবাদের গুণমান বৃদ্ধির উপায় বিষয়ে আলোচনা করেন দ্য হিন্দু পত্রিকার প্রাক্তন চিফ ব্যুরো বিশিষ্ট সাংবাদিক শুভজিৎ বাগচী। “আর্ট অ্যান্ড ন্যারেটিভ বিল্ডিং” এবং “নেক্সাস অফ মিডিয়া অ্যান্ড মানি ইন কনসেন্ট ম্যানুফাকচারিং” এর ওপর বক্তব্য রাখেন জামাআতের সর্বভারতীয় সহকারী মিডিয়া সেক্রেটারি সালমান আহমেদ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে ডিজিটাল জার্নালিজম এর ভবিষ্যত বিষয়ে আলোকপাত করেন টাইমস নাউ এর প্রাক্তন ব্যুরো ইনচার্জ তথা নিউজ দ্যা ট্রুথ এর প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক তমাল সাহা। সমাপ্তি ভাষণ দেন জামাআতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য সভাপতি এবং মীযান পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ মসিহুর রহমান। সঞ্চালনা করেন জামাতের যুব সংগঠন সলিডারিটি ইউথ মুভমেন্টের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আরিফুল রহমান।

ছাত্র-ছাত্রীদের শৌচাগার ও ক্লাসরুমে নেই দরজা, স্কুলের সামনে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

নকিব উদ্দিন গাজী ● উস্থি

আপনজন: স্কুলের পরিকাঠামো ও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে তুলে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ এলাকার বাসিন্দাদের। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার মড়াপাই সেন্ট প্যাট্রিক্স স্কুলের। শনিবার দুপুরে এলাকার বাসিন্দারা প্লাকার্ড ফেস্টুন নিয়ে স্কুলের পরিকাঠামো ও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। প্রধান শিক্ষকের অপসারণের দাবি জানিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে উস্তি থানার পুলিশ। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত স্কুলের কোন হিসাব দেওয়া হয়নি , স্কুলের ভর্তি ফি সহ ইস্কুলের ডেভেলপমেন্টের টাকা সঠিকভাবে হিসেব দিচ্ছি প্রধান শিক্ষক। এমনকি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে স্কুল এর হলে ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ ঠিকমতো মিড ডে মিল দেওয়া হয় না ক্লাসরুমে নেই দরজা জানলা বাথরুমে নেই দরজা, ছাত্রদের পক্ষে অনেকটাই সমস্যা করতে হয়। স্কুলের মাঠ কোন পাশেই সাইকেল রাখলে প্রায় সময় চুরি হয়। সাইকেলের পাম্প খুলে দেয়। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি ফিরতে সমস্যা হয়। স্কুলে প্রায় ১৩০০ ছাত্রছাত্রী আছে বলে জানা যায়, ছাত্রছাত্রীর আরো বলেন পানিও জলের কল থাকলেও তা ব্যবহারযোগ্য নয় পানীয় জলের দুর্গন্ধ স্কুলের একাধিক পরিকাঠামো নিয়ে ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকেরে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ উগ্রে দেয় । তবে এদিন প্রধান শিক্ষক স্কুলে না এলেও ফোনের মাধ্যমে তিনি জানান , স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে একটি সমস্যা চলছে এর ফলস্বরূপ এলাকার বাসিন্দারা এভাবেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তবে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওটা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি। তবে ওই স্কুলের এক শিক্ষক তিনি জানান স্কুলের পরিকাঠামো অনেকটাই সমস্যা আছে পাশাপাশি প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ আছে বলে তিনি জানান সেই কারণে অভিভাবক থেকে শুরু করে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য উদ্যোগে এই বিক্ষোভ দেখিয়েছে ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ সহ এক যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: কার্তুজ এবং বারুদ সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করলো জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত ফারাক্কা থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে ফারাক্কা থানার ফরাক্কার জয়রামপুর মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত ওই যুবকের নাম জাকিরুদ্দিন সেখ (৩২)। তার বাড়ি ফরাক্কা থানার দুর্গাপুর মোর এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে দুটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র, তিনটি কার্টুজ এবং ৮৭৫ গ্রাম বারুদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শনিবার ধৃতকে জঙ্গিপুর আদালতে পাঠায় ফারাক্কা থানার পুলিশ।

বিধায়কের গাড়ি চালককে খুনের চেষ্টা করার অভিযোগ মালদায়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার মানিককের বিধায়ক গাড়ি চালককে চাকু মেরে খুন করার চেষ্টা হল।মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের গাড়ির উপর হামলার দুই সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই এবার সাবিত্রী মিত্রের গাড়ির চালকের উপরে হামলা চালাল দুষ্কৃতীরা।
ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে পুরাতন মালদহের নারায়ণপুর বিএসএফ ক্যাম্পের ব্লক গেটের সামনে। জানা গেছে, সাবিত্রী মিত্রর গাড়ির চালক অনুপ সাহা তার পরিবার নিয়ে বিয়ে বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছিল। বাড়ির সকলে এগিয়ে গেলেও পুরাতন মালদহ ব্লক গেটের সামনে চালক অনুপ সাহা দেখতে পাই তিন চার জন দুষ্কৃতি মুখ বেঁধে রয়েছে এবং সেই দৃশ্য দেখে চালক ওই দুষ্কৃতীদের ক্যামরা বন্দি করতে গেলেই তিন দুষ্কৃতী তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এলোপাতাড়ি ভাবে তাকে চাকু দিয়ে কোপাতে থাকে। সে আহত

হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে চিৎকারের আওয়াজ শুনে তার স্ত্রী সহ পরিবারের লোকজন এসে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মৌলপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে সে আহত অবস্থায় বাড়িতে রয়েছে তবে এই ঘটনার জেরে গোটা এলাকা আতঙ্কিত রয়েছে।
ঘটনার খবর পেয়ে সকালে ছুটে আসে মালদা থানার পুলিশ। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালাচ্ছে মালদা থানার পুলিশ।
তবে আহত অনুপ সাহার বক্তব্য, কে বা কারা কি কারনে ভোরবেলা মুখ ঢেকে ওখানে ঘোরাঘুরি করছিল আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা।
তবে তাদের ভিডিও ক্যামেরা করতেই তারা আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। সম্ভবত আমার উপরে আক্রোশবশত এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আহত স্ত্রীর বক্তব্য, ঘটনার কি কারণ আমরা বুঝে উঠতে পারিনা তবে পুলিশ পুরো ঘটনা তদন্ত করছে।

হাসপাতালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল ছাত্রী, পরিদর্শনে জেলা আধিকারিকরা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: মাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় দিনে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শনে পৌঁছান জেলার আধিকারিক টিম। এদিকে, পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় পর্বতপুর গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী অঙ্কনা সাঁতরা। সেলিমাবাদ হাই স্কুল কেন্দ্রে তার পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল, তবে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাকে প্রশ্ন ও উত্তরপত্র সরবরাহ করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ঘটনার খবর পেয়েই হাসপাতালে পৌঁছান বিডিও পার্থসারথী দে, জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৃপাসিন্ধু ঘোষ, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শঙ্খ শুভ্র দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। পরীক্ষার কেন্দ্র সচিব ও জামালপুরের এসআই অনিন্দিতা সাহাও হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষার প্রক্রিয়া তদারকি করেন।

শনিবার জেলা পরিদর্শক টিম সেলিমাবাদ হাই স্কুল কেন্দ্র পরিদর্শনের পর হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থ ছাত্রীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তার পরীক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। পরিদর্শক দলে ছিলেন, জেলা কনভেনর অমিত ঘোষ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের রিজিয়ন অফিসার অঞ্জন ঘোষ, মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্লক দায়িত্বপ্রাপ্ত কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, জেলা মনিটরিং টিমের সদস্য পীযূষ দাস, প্রবীর নায়েক সহ অন্যান্যরা। জেলা কনভেনর অমিত ঘোষ জানান, পরীক্ষার তিন দিন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। শুধুমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে, তবে তাতে পরীক্ষার কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি। তিনি পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান এবং সতর্ক করে দেন, কেউ যদি মোবাইল নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করে, তাহলে এক থেকে তিন বছরের জন্য তার পরীক্ষা বাতিল হতে পারে। জামালপুরের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর পরিকাঠামো ও ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট পরিদর্শক দল।

শান্তিপুর হাসপাতালে বমিকাণ্ডে তৈরি তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে বমিকাণ্ডে তৈরি তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি। শোকজ করা হল চিকিৎসককে।পাঁচ নাবালিকাকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন বাবা।এদিকে অসুস্থ বাচ্চাটি হাসপাতালেই বমি করে ফেলে। আর সেই বমি শিশুটির বাবাকে দিয়েই পরিষ্কার করানোর অভিযোগ ওঠে। সংবাদমাধ্যমে ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল শুরু হয়ে যায় স্বাস্থ্য মহলের অন্দরে। যদিও যে চিকিৎসক বমি পরিষ্কারের নিদান দিয়েছিলেন,তাঁর দাবি ছিল হাসপাতালে পর্যাপ্ত সুপার নেই। তাই এই অবস্থা। তাঁর সাফ কথা, “উনি না পরিষ্কার করলে তো আমাকে করতে হতো।ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপানউতোরের মধ্যেই শোকজ করা হল অভিযুক্ত ডাক্তার তন্ময় সরকারকে। তদন্ত কমিটির কাছে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দিতে হবে জবাব। এমনটাই নির্দেশ দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ঘটনা প্রসঙ্গে শিশুটির বাবা বলছেন, “জরুরি বিভাগে আমি যখন ডাক্তার দেখাই তখন ওখানে বমি করে ফেলে আমার মেয়ে। তখন ওখানে থাকা ডাক্তার আমাকে জোরপূর্বক বমিটা পরিষ্কার করায়। বলে সুইপার নেই। আপনাকেই এটা করতে হবে।
বাধ্য হয়ে বমিটা পরিষ্কার করি।যদিও অভিযুক্ত ডাক্তার তন্ময় সরকার বলেন,রাতে কোনও সুইপার ছিল না। তাহলে তো আমাকেই করতে হতো।ওনার বাচ্চা, ওনার যদি বমি পরিষ্কার করতে অসুবিধা হয় তাহলে তো শেষ পর্যন্ত আমাকেই পরিষ্কার করতে হতো।অনেক রোগী আসছিল,বমির উপরেই চলছিল হাঁটাচলা।শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপার ও সিএমওএইচের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছে স্বাস্থ্যভবন। গঠন করা হয়েছে তিনসদস্যের কমিটি।এবার অভিযুক্ত চিকিৎসককে শোকজ করল স্বাস্থ্যদপ্তর।

রক্তদান শিবিরে সাংসদ, ইমাম সংগঠনের নেতৃত্ব

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: অল বেঙ্গল স্টীল ফার্নিচার ম্যানুফ্যাকচারাস এসোসিয়েশনের মুর্শিদাবাদ জেলার কমিটির উদ্যোগে উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও চারা গাছ বিতরণ করা হলো মুর্শিদাবাদের চুনাখালীতে।
এদিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভার সাংসদ আবু তাহের খান সহ ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সহ এসোসিয়েশনের সকল সদস্য গণ। এদিনের রক্তদান শিবিরে বক্তব্য দিতে গিয়ে সাংসদ আবু তাহের খান বলেন রক্তদান ও চারা গাছ বিতরণ খুব মহৎ কাজ এই ভাবেই সমাজের কাজ করতে থাকুক সেই দোয়া আশীর্বাদ করি।অন্য দিকে ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক বলেন এদিনের রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন প্রায় শতাধিক এর বেশি মানুষ।
পাশাপশি তিনি আরো বলেন শুধু রক্তদান কর্মসূচি নয় এদিন চারা গাছ বিতরণ সহ রক্ত পরীক্ষাও করা হয় বিনামূল্যে।
আব্দুর রাজ্জাক আরো বলেন আমরা সর্বদা মানুষের সেবাই নিয়োজিত তাই রক্তদান থেকে শুরু করে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ,সেভ ড্রাইভ সেভ লাইভ,নেশামুক্ত সমাজ গড়ার কাজ করে আসছি ইমাম মুয়াজ্জিন সাহেবদের নিয়ে।এদিনের কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করে দোয়া করেন ।

রুটে পর্যাপ্ত বাস নেই, ছাদে চড়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রুটে পর্যাপ্ত বাস নেই, তাই বাসের ছাদে চড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই পরীক্ষা কেন্দ্রে আসতে হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বলে দাবী। তবে এই পরীক্ষার্থীদের ঝুঁকি পূর্ন যাতায়াতে উদাসীন পুলিশ ও প্রশাসন। এমনই চিত্র ধরা পড়ল জেলার সাবড়াকোন তালডাংরা রাজ্যসড়কের উপর পাঁচমুড়া এলাকায়।
সাবড়াকোন উচ্চ বিদ্যালয়ের এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দাবী করেন বাসে প্রচন্ড ভীড় এবং পর্যাপ্ত বাস নেই তাই বাধ্য হয়েই পরীক্ষা কেন্দ্রে আসতে বাসের ছাদে চড়ে উল্লেখ্য তালডাংরা ব্লকের “পাঁচমুড়া হাইস্কুল” মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে তিনটি স্কুলের মোট ৪৩১জন পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে দপ্তরের পক্ষ থেকে। তিনটি স্কুল হল সাবড়াকোন হাইস্কুল, তালডাংরা ফুলমতি উচ্চ বিদ্যালয় এবং পাঁচমুড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। আর এই পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আসতে হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাসের ছাদে চড়ে।
পরীক্ষার্থীদের এই ঝুঁকিপূর্ণ যাতাযাত কবে বন্ধ হবে তা নিয়েই এখন উঠছে হাজারো প্রশ্ন।

ছবি : চিরঞ্জিত বিশ্বাস

গলসিতে আচমকা অসুস্থ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: এক হাতে সেলাইন, আর অন্য হাতে পেন– হাসপাতালের বেডে বসেই মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা দিল গলসির মিঠাপুর শ্রীদুর্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী রিয়া রায়। সে শিকারপুর গ্রামের বাসিন্দা। আদড়াহাটি বি.এস শিক্ষানিকেতনে মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছিল রিয়ার। এদিন মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। এরপর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও গলসি থানার পুলিশ

তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসা শুরু হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সুস্থ বোধ করলে, হাসপাতাল ও বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় সে আবার পরীক্ষা দিতে শুরু করে।খবর পেয়ে গলসি থানার ওসি অরুণ কুমার সোম ও মিঠাপুর শ্রীদুর্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইমদাদুল হক মল্লিক হাসপাতালে আসেন। আদড়াহাটি বি.এস. শিক্ষানিকেতনের প্রধান শিক্ষক কার্তিক চন্দ্র দে জানান, পরীক্ষা শুরু হওয়ার চল্লিশ মিনিট পর রিয়া অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং বোর্ডের নিয়ম মেনে তার পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। চিকিৎসক ডাঃ তড়িৎ চ্যাটার্জি জানান, রিয়া যখন হাসপাতালে আসে, তখন সে খুব ছটফট করছিল ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিল।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

■ প্রবন্ধ: বাংলা ইসলামি গান ও কাজী নজরুল ইসলাম
■ নিবন্ধ: আল মাহমুদ ও কিছু অপ্রিয় সত্য
■ অণুগল্প: এক আকাশের নীচে
■ ছোট গল্প: রাত তখনও গভীর
■ ছড়া-ছড়ি: আহ্বান

রবি-আসর

বাংলা ইসলামি গান ও কাজী নজরুল ইসলাম

এক নজরুলই যে পরিমাণ ও যে মানের ইসলামি গান উপহার দিয়ে গেলেন, তাতে বাংলা গানের এই রসদ পূর্ণ হয়ে রয়েছে। এতগুলো বছর পেরিয়ে গেলেও এই শাখায় তিনি এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নজরুলের ইসলামি গান রচনার আগে মুসলমানরা লোকসংগীত ধাঁচের ইসলামি সংগীত নিয়ে যে হীনম্মন্যতায় ভুগতেন, কবির এই অপূর্ব সৃষ্টিসম্ভার তা ঘুচিয়ে দিয়েছে। তাঁর এই সৃজন যে কেবল বাংলা গানে নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছেন তা নয়, বরং বিশ্ব পরিমণ্ডলে ইসলামি গানের যে সুবৃহৎ ক্ষেত্র রয়েছে, সেই ধারাকেও করে গেছে সমৃদ্ধ। লিখেছেন **আবু বক্কর সিদ্দিকি।**

ছোটবেলায় ইতিহাস পড়তে গিয়ে সবাই হয়তো একটি নাম মুখস্ত করেছেন, 'ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী'। সুদীর্ঘ এই নাম যারা মুখস্ত করতে পেরেছেন বা মনে রাখতে পেরেছেন, তাদের স্মৃতিশক্তির প্রাখর্যের তারিফ করতেই হয়। বখতিয়ার সাহেবের বাংলা জয়ের মধ্য দিয়ে (১২০৪, মতান্তরে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা অঞ্চলে কেবল মুসলিম শাসনেরই সূচনা হলো না, বরং এ অঞ্চলের বাসিন্দারা পরিচিত হলো এক নতুন ধর্ম ও নতুন সংস্কৃতির সাথে।
এই ইসলাম ধর্ম, এই ইসলামি সংস্কৃতি জনপদের জীবনযাত্রা ও লোকাচারে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছে যে, দু'শো বছরের মধ্যে তা বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক নতুন স্বতন্ত্র ধারার জন্ম দিয়েছে। ইসলামের মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাসকে উপজীব্য করে রচিত হয় বাংলা গানের এক শক্তিশালী ধারা 'ইসলামি গান।' সপ্তম শতকে দূর আরব দেশে যে ধর্মের নবযাত্রা সূচিত হয়েছিলো, সেই ধর্মের উপাদান, আচার-বিশ্বাসকে ধারণ করেও বাংলা ভাষায় রচিত এসব গান আজ বাংলা গানের নিজস্ব সম্পদ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।
আজকের লেখায় আমরা বাংলা ইসলামি গান ও তাতে কাজী নজরুল ইসলাম অবশ্যম্ভাবী প্রাসংগিকতা নিয়ে আলোচনা করবো।

বাংলা গানের সম্ভার

ভাষা হিসেবে বাংলা যে খুব সমৃদ্ধ, তা সতত প্রমাণিত। আর খুব সম্ভবত পৃথিবীতে যতগুলো সমৃদ্ধ ভাষা আছে, সেসব ভাষার সংগীতের ক্ষেত্রটিও হয় দারুণ সমৃদ্ধ। বাংলার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বিপুল শব্দভাণ্ডার কিংবা ধ্বনিগত শ্রুতিমাধুর্যের পাশাপাশি বাংলার আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে এই ভাষায় রচিত বিভিন্ন রকমের গান, হরেক প্রজাতির সংগীত, যার মধ্যে একটি শাখা হচ্ছে ইসলামি গান। মধ্যযুগ থেকে বাংলায় ইসলামি গান রচনার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। তবে আধুনিক বাংলা ইসলামি গান রচনার সাথে যে নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেটি হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর সৃষ্টিশীল হাতের ছোঁয়ায় বাংলা ইসলামি গান লোকগানের পর্যায় থেকে রাগ পর্যায়ের আধুনিক গানের মর্যাদা লাভ করে।

বাংলা গান ও ধর্মের প্রভাব

একটি সমৃদ্ধ ভাষা হিসেবে বাংলা যেমন তার গতিধারায় অসংখ্য বিদেশি শব্দকে আলিঙ্গন করেছে, তেমনি বিভিন্ন দর্শন ও ধর্মমতকেও একীভূত করে নিয়েছে এই ভাষাটি। কবিতা ও সাহিত্যের পাশাপাশি সংগীতেও এই একীভূতকরণের বিষয়টি লক্ষণীয়। বিভিন্ন ধর্মমতকে একীভূত করে নেওয়ার কথাটি কেন বললাম, তা একটু ব্যাখ্যা করে নিই।
বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন হলো চর্যাপদ। গবেষকরা একমত যে, এই চর্যাপদ ছিলো বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধন গীতি। ১৯২৭ সালে ড মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'Buddhist Mystic Songs' গ্রন্থে চর্যাপদের গানগুলো নিয়ে এমন মন্তব্যই করেছেন। [1]
এভাবেই বাংলা ভাষার ইতিহাসের সাথে বৌদ্ধ ধর্মের একাত্মতা খুঁজে পাওয়া যায়। সনাতন হিন্দু ধর্মের শ্যামাসংগীত কিংবা ভজনগীতির খ্যাতিও অবিদিত নয়।

বাংলা ইসলামি গানের ইতিকথা

মধ্যযুগ থেকেই বাংলা কবিতায় ও গানে মুসলিম সাহিত্যিকদের সম্পৃক্ততা লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষার প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা' কিংবা দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লি-মজনু' ইত্যাকার গল্পকাহিনী গ্রামে গ্রামে পালা আকারে গীত হতো কিংবা পুঁথি পাঠের আসর জমাতো। তখনকার যুগে এগুলোই ইসলামি গান হিসেবে পরিচিত ছিলো।
তবে মধ্যযুগের গণ্ডি পেরিয়ে আধুনিক যুগে এসে বাংলা গান তার সুর ও বাণীতে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি অর্জন করলেও বাংলা ইসলামি গান কিন্তু সেভাবে এগোতে পারেনি। গ্রামে-মহল্লায় কিছু লোকগীতি ধাচের ইসলামি গানের প্রচলন থাকলেও সুধীজনের কাছে তা সমাদৃত ছিলো না। না থাকার কারণও আছে বৈকি।
তখনকার দিনের প্রচলিত ইসলামি বাংলা গানের ধর্মতাত্ত্বিক কদর থাকলেও গান হিসেবে এর মান কিংবা সুর-লয়ের অনেক ব্যত্যয় ছিলো।
তাই তো, বিংশ শতকে এসে বাঙালি মুসলিমরাও আধ্যাত্মিকতার চাহিদা মেটাতে উর্দু গজল কিংবা কাওয়ালি গান শুনে আত্মতৃপ্তি মেটাতেন। লোকগানের আদলে বেশ কিছু বাংলা ইসলামি গান সমাজে প্রচলিত ছিলো। সাংগীতিক মূল্যমান বিবেচনায় সেগুলো অভিজাত বাঙালি মুসলমানদের কাছে খুব একটা উচুদরের ছিলো না। বাজারে ইসলামি গান বলতে উর্দু গজল বা কাওয়ালি গানের রেকর্ড বিক্রি হতো দেদারসে। এগুলো শুনেই বাঙালি মুসলমানদের ভক্তিমূলক গানের তৃষ্ণা নিবারণ করতে হতো। এমনই বন্ধ্যাযুগে কাজী নজরুল ইসলাম আবির্ভূত হলেন এক মহীরূহ হিসেবে। তাঁর অসাধারণ শিল্প কুশলতায় একের পর এক সৃষ্টি হতে লাগলো অনবদ্য সব ইসলামি গান। অচিরেই ইসলামি গান হয়ে উঠলো বাংলা গানের নতুন শাখারূপে।

ইসলামি গান রচনায় নজরুল

তবে নজরুলের ইসলামি গান রচনার শুরুটা একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট ছিলো না। প্রখ্যাত লোক-সংগীত শিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহমদের অনুরোধে তিনি ইসলামি গান লেখা শুরু করেন। নজরুল তখন এক গ্রামোফোন কোম্পানীর সাথে যুক্ত ছিলেন। আব্বাস উদ্দীন বললেন, "কাজীদা, একটা কথা মনে হয়, এই যে পিয়ারু কাওয়াল, কাল্লু কাওয়াল এরা উর্দু কাওয়ালী গায়, এদের গান শুনি অসম্ভব বিক্রি হয়, এই ধরেন বাংলায় ইসলামী গান দিলে হয় না? ... আপনি যদি ইসলামী গান লেখেন, তাহলে মুসলমানের ঘরে ঘরে আবার উঠবে আপনার জয়গান।"
প্রস্তাবটি কবির ভালোই লাগলো। তবে বললেন, "আব্বাস, তুমি ভগবতী বাবুকে বলে তার মত নাও, আমি ঠিক বলতে পারি না।"
এই ভগবতী ভট্টাচার্য ছিলেন গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সেল-ইন-চার্জ। আব্বাস উদ্দীন ভগবতী বাবুকে কথাটা পাড়তেই তিনি সোজা 'না' করে দিলেন। এ ধরনের রেকর্ড বের করে তিনি লোকসান করতে চান না!
আব্বাস উদদীন ভগবতী বাবুর পেছনে লেগেই রইলেন। অবশেষে একদিন ভগবতী বাবুকে বললেন, "একটা এক্সপেরিমন্টই করুন না, যদি বিক্রি না হয় আর নেবেন না, ক্ষতি কী?" তিনি হেসে বললেন, "নেহাতই নাছোড়বান্দা আপনি, আচ্ছা করা যাবে।"
আব্বাস উদ্দীন নজরুল ইসলামকে ভগবতী বাবুর সম্মতির কথা জানাতেই নজরুল খাতা-কলম নিয়ে বসে পড়লেন ইসলামি গান লিখতে। নজরুলের সেই গান কোনটি আপনি কি জানেন?
ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে
এলো খুশির ঈদ,
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে,
শোন আসমানী তাগিদ।
এই সেই গান, যেটি ছাড়া বাঙালি মুসলমানের ঈদ উৎসব যেন পূর্ণ হয় না। এই সেই গান, যা প্রতিটি বাঙালি মুসলমানকে আনন্দে উদ্বেল করে তোলে। এই সেই গান যা রচনার সময় থেকে শুরু করে আজ অবধি সমান জনপ্রিয়। এই গানের পরদিনই নজরুল আরেকটি গান রচনা করে দেন, 'ইসলামেরই ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর।'
গান দুটো ১৯৩১ সালের নভেম্বরে রচিত ও সুরারোপিত হয়। পরের বছর রমজান মাসে ধারণ করা হয়। ঈদের আগে আগেই বাজারজাত করা হয়।
গান দুটি বাজারে এলে দেখা গেলো, রেকর্ডটি সুপার-ডুপার হিট করেছে। তরুণ, বৃদ্ধ, যুবা- সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে 'এলো খুশির ঈদ' গানটি। নজরুল আসলেই ইসলামি গানের রেকর্ড নিয়ে বেশ উত্তেজিত ছিলেন। তাঁর অন্যান্য গানের মতো ইসলামি গানও সাফল্যের বৈতরণি পার হওয়ায় তাঁর চোখেমুখে সে কী আনন্দ! ওদিকে ভগবতী বাবুও খুশি। প্রকাশনার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই হাজার হাজার রেকর্ড বিক্রি হয়ে গেছে। যে ভগবতী বাবু ইসলামি গানের রেকর্ডের কথা শুনতেই চোখ-মুখ পাকিয়ে না করে দিয়েছিলেন, এবার তিনিই অনুরোধ করছেন এরকম আরো কয়েকটি ইসলামি গান রচনার জন্য! ব্যস, এভাবেই শুরু হলো নজরুলের ইসলামি গান রচনার অভিযাত্রা।
তবে নজরুল যে এবারই প্রথম ইসলামি গান লিখলেন তা কিন্তু নয়। অনেক ছোটবেলাতেই লেটো গানের দলে যোগ দিয়েছিলেন নজরুল। সেখানে নানা ধরনের গানের পাশাপাশি ইসলামি ভাবাদর্শের সংগীতও তিনি রচনা করেছিলেন। এরকমই একটি গান,
নামাজী, তোর নামাজ হলো রে ভুল,
মসজিদে তুই রাখলি সিজদা ছাড়ি ঈমানের মূল।।
এছাড়া পরিণত জীবনে 'বাজলো কী রে ভোরের সানাই' শিরোনামের ইসলামি গানের মাধ্যমেই তিনি মূলত তাঁর সংগীত যাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছিলেন। লোকসংগীতের ধাচে রচিত তাঁর 'সদা মন চাহে যাবো মদীনায়' গানটি কিংবদন্তী শিল্পী আবদুল আলীমের কণ্ঠে গীত হয় ১৯২৯ সালেই।
শৈশবেই নজরুল ইসলাম ধর্মশিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ মানুষ। আট বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে নজরুল কিন্তু সেই বয়সেই মসজিদের মুয়াযযিন এবং মক্তবের উস্তাদ হিসেবে কাজ করেছিলেন। ইসলাম ধর্মের শিক্ষা অত্যন্ত প্রগাঢ়ভাবে নজরুলের মানসপটে অংকিত হয়েছিলো, যার ছাপ পাওয়া যায় তাঁর ইসলামি সংগীতগুলোতে।

ইসলামি নজরুল সংগীতের বিষয় বৈচিত্র্য

ইসলাম ধর্মের মৌলিক অনুষঙ্গগুলোর প্রায় সব বিষয়েই নজরুল ইসলামি গান লিখেছেন। তাওহীদ, রিসালাত, হামদ-নাত, আজান, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, শবে মিরাজ, শবে বরাত, শবে কদর, রমজান, ঈদ, মহররম, ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, জাগরণী গান, ইসলামের সাম্যের শিক্ষা, অমর ব্যক্তিত্ব, মুসলিম নারীর মর্যাদা- কী এমন বিষয় নেই, যা নিয়ে তিনি সংগীত রচনা করেননি!

নজরুলের ইসলামি গানের সুর-বৈচিত্র্য

ইসলামি সংগীত রচনার ক্ষেত্রে ভাব ও সুরের সম্মিলন নজরুলের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি অসংখ্য ইসলামি গান রচনা করেছেন গজল আঙ্গিকে। [৩] দাদরা, কাহারবা, ঠুমরি কিংবা পল্লীর লোকসংগীতের ঢঙেও তিনি অনেক ইসলামি গান রচনা করেছেন। কিছু কিছু গানে তিনি বিদেশি সুরও অনুকরণ করেছেন। যেমন- তাঁর বিখ্যাত নাতে রাসূল,
ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়,
আয় রে সাগর আকাশ-বাতাস দেখবি যদি আয়।
এই গানে তুরস্কের বিখ্যাত 'কাটিবিম ইশকাদার' গানটির সুর অনুকরণ করা হয়েছে। মূল এই গানটি প্রায় পাঁচশ বছরের মতো পুরানো।
পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় গানটির সুর অনুকরণ করে গান রচনা করা হয়েছে। একটি আরবি গানেও এই সুর চয়িত হয়েছে। খুব সম্ভবত, নজরুল এই আরবি সংস্করণ থেকেই দ্যোতিত হয়ে এই সুরে বাংলায় গান রচনা করেছেন। দ্রষ্টব্য, কবি এই সুরে আরো একটি গান রচনা করেছেন, সেটিও তুমুল শ্রোতাপ্রিয়- 'শুকনো পাতার নূপুর পায়ে'। মূল তুর্কি গানটি শুনতে পারেন এখান থেকে,

ইসলামি গানের ভাষাশৈলী

বাংলা গানে গজলের পথিকৃৎ নজরুল। তাঁর সব গজল ইসলামি নয়; তবে তাঁর অপার্থিব প্রেম বিষয়ক ইসলামি গজলের সংখ্যাও কম নয়। [৫]। নজরুলের এসব গানে বাংলার পাশাপাশি আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের মিশেল সত্যিকার অর্থেই ইসলামি আবেশ সৃষ্টি করে। বহুভাষিকতা নজরুলের অপার সৃষ্টিশীলতার একটি মহত্তম দিক। এমনকি সংস্কৃতের নিগড়ে আবদ্ধ পৌরাণিক গল্প-গাঁথাতেও তিনি আরবি-ফারসি-উর্দুর ব্যবহার করে নতুনত্ব আনার প্রয়াস পেয়েছেন। এসব করতে গিয়ে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমালোচিতও হয়েছেন বেশ।
তবে, ইসলামি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর এই বহুভাষিক নৈপুণ্য বেশ প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে, সংগীতগুলোতে প্রকৃত ইসলামি আবহ সৃষ্টি করেছে, সর্বোপরি বাংলা সংগীতের জগতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কারণ, আরব-দেশ থেকে উদ্ভূত হওয়ায় ইসলামের অনেক পরিভাষাই আরবি। এছাড়া, তুর্কি-পারসিদের মাধ্যমে উপমহাদেশে ইসলামের বিস্তারণ বলে গানে আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি শব্দ কিংবা তুর্কি সুর আসলেই খুব মানানসই ঠেকে।
শাক্ত সংগীত রচনায় তুখোড় প্রতিভাবান নজরুল যখন ইসলামি সংগীত রচনায় মনোনিবেশ করলেন, তখন একটু একটু করে তাঁর 'কাফের' 'হিন্দুয়ানী কবি' তকমার গ্লানি কমতে লাগলো। কাজী আবদুল ওদুদ যথার্থই মন্তব্য করেছেন,
কবির নিজের কাছে এসব সঙ্গীত যথেষ্ট মূল্যবান, কেননা এসব সঙ্গীতের ভিতর দিয়েই বাংলার মুসলিম জনসাধারণের চিত্তে তিনি প্রবেশপথ পেয়েছেন। মুসলিম জনসাধারণও যে এতে কিছু প্রীত না হয়েছে তা নয়।

ইসলামি সংগীতের বিশ্বজনীন ধারা ও বাংলা ইসলামি সংগীত

বাংলায় রচিত ইসলামি গান কেবল যে বাংলা গানের সম্পদ তা কিন্তু নয়। বরং সারা বিশ্বেই বিভিন্ন ভাষায় ইসলামের প্রশস্তি গেয়ে ইসলামি সংগীত রচিত হয়েছে। ফলে, বাংলা ইসলামি গান বিশ্ব-সম্পদ হিসেবেও পরিগণিত।
মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) যেদিন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন, সেদিন মদিনার শিশুরা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে যে 'ত্বলাআল বাদরু আলাইনা...' গানটি গেয়েছিলো, সম্ভবত সেদিন থেকেই ইসলামি গানের শুরু। সেই থেকে আরবি, ফারসি, উর্দু, ইংরেজিসহ বিশ্বের নানা ভাষায় ইসলামি সংগীত রচিত হয়েছে।
ইসলামি সংগীতের প্রধান দুটি প্রকার হলো- হামদ ও নাত। 'হামদ-এ-বারী-তাআলা' বা সংক্ষেপে 'হামদ' বলতে বোঝায় মহান আল্লাহ তাআলার প্রশস্তিসূচক গান। আর 'নাত' অর্থাৎ 'নাত-এ-রাসূল (সা)' বলতে মহানবী মুহাম্মাদ (সা) এর প্রশস্তিসূচক গানকে বোঝানো হয়। বিশ্বের অনেক প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিক হামদ ও নাত রচনায় সাফল্য দেখিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ওমর খৈয়াম, হাফিজ, শেখ সাদী প্রমুখ পারসি কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'নাতে রাসূল' রচনায় নজরুলের সিদ্ধি

ইসলামি গানের কতকগুলো শাখার মধ্যে সম্ভবত 'নাতে রাসূল (সা)' রচনাতেই কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে, এই কথা থেকে পাঠকবর্গ যেন কোনোক্রমেই এটা ভেবে না বসেন যে, ইসলামি গানের অন্যান্য শাখায় বুঝি তাঁর দখল কিছুটা কম। মুসলমানদের জাগরণের জন্য তিনি অনবদ্য যেসব গান লিখেছেন, তাঁর প্রশংসা বলাই বাহুল্য। জাগরণমূলক ইসলামি গান রচনায় নজরুলের সমকক্ষ বাংলায় তো নয়ই, বিশ্বেও খুঁজে পাওয়া বিরল। এ অবস্থায় বিশ্বের অন্যান্য ভাষায় রচিত ইসলামি গানের সাথে নজরুলের ইসলামি গানের তুলনা করতে গেলে আমাদেরকে প্রথাগত হামদ কিংবা নাতের আলোচনাই তুলে আনতে হয়।
বাংলা ভাষায় নজরুল কর্তৃক বিরচিত ইসলামি নাতগুলো 'নাত-এ-রাসূল' এর যে বৈশ্বিক স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে, সেই অনুযায়ী অনেক উচ্চমানের। সুরের দিক থেকে বলুন, আর ভাব ও ভাষার গভীরতার দিক থেকে বলুন, সর্বদিক থেকেই গানগুলো উচ্চমানের। নিচের গানটির কথাই ধরুন না-
হেরা হতে হেলে দুলে নূরানী তনু ও কে আসে হায়
সারা দুনিয়ার হেরেমের পর্দা খুলে খুলে যায়।
সে যে আমার কামলিওয়ালা, কামলিওয়ালা ।।
নজরুলের নাতে রাসূল রচনার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে, তিনি তাঁর বেশিরভাগ গানেই মহানবী (সা)-কে দেখিয়েছেন একজন 'মানবীয় চরিত্র' হিসেবে, যিনি শিশুকালে মায়ের কোলে থেকে কখনো হেসে ওঠেন, কখনো কেঁদে ওঠেন, যিনি মেষ চরান রাখাল বালকের মতো। নবীজীর (সা) প্রশস্তি গাইবার জন্য তাঁর আধ্যাত্মিক সত্ত্বার তুলনায় তাঁর মানবীয় চরিত্রের পরিস্ফূটন নজরুলের রচনায় সতত দীপ্যমান। সুর ও বাণীতে নজরুলের গজল অনন্য। [৫]

নজরুলের ইসলামি গান রচনা ও সম্পাদনা

নজরুল রচিত যতগুলো ইসলামি গান পাওয়া গেছে, তার মোট সংখ্যা প্রায় ২৮০টি। প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি হবে। তবে, যে কয়টি গান পাওয়া গেছে, তার ভিত্তিতেই বলা যায়, বাংলা ইসলামি গান রচনায় তিনি সর্বাধিক রচয়িতা হিসেবে আজতক অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যদি তাঁর গানের সুর-মান নিয়ে বলা হয়, তবে নিঃসন্দেহে তিনিই একমাত্র। প্রায় ৮০ ভাগ গানের সুর সংযোজন করেছেন নজরুল নিজেই। ৪৬টি গান অন্যদের দ্বারা সুরারোপিত। এদের মধ্যে কমল দাশ গুপ্ত, কে মল্লিক, গিরীন চক্রবর্তী, পিয়ারু কাওয়াল, সুবল দাশগুপ্ত, দেলওয়ার হোসেন, আবদুল করিম খাঁ, আব্বাস উদ্দীন আহমদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।
নজরুলের ইসলামি গানের বাণীগুলো এতটাই ভাবাবেগপূর্ণ যে, এতে একজন বাঙালি মুসলিমের হৃদয়ের একেবারে মনের গহীন আকাঙ্ক্ষা এতে উদ্ভাসিত হয়েছে। যেমন-
দূর আরবের স্বপন দেখি
বাংলাদেশের কুটির হতে...
গানটিতে এক হতদরিদ্র বাঙালির হজ্বব্রত পালনের মনোবাসনা অর্থাভাবে সেটা পালন করতে না পারার যে বেদনা গীত হয়েছে, তা প্রতিটি বাঙালি মুসলমানের একেবারে মনের কথা। অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রতিটি গানেই নজরুল এভাবে ইসলামি গান রচনায় সার্থকতার পরিচয় দিয়ে গেছেন।
এ কারণেই রেকর্ড রিলিজ হওয়া মাত্রই এর হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়ে যেতো। গ্রামোফোন কোম্পানিগুলো বেশ রমরমা ব্যবসা করতে লাগলো। দিন দিন চাহিদা এতই বেড়ে গেলো যে, গ্রামোফোন কোম্পানির অনুরোধে হিন্দু গায়ক-গায়িকাদেরকেই নাম বদলে মুসলমান সেজে ইসলামি গানের রেকর্ড বের করতে হলো। কারণ, আব্বাস উদ্দীন এবং আরো কয়েকজন সংগীতশিল্পী ছাড়া মুসলমান শিল্পী বলতে তেমন কেউ ছিলেন না। এর ধারাবাহিকতায় ধীরেন দাস হলেন 'গণি মিঞা', উষারাণী হলেন 'রওশন আরা বেগম', সীতা দেবী হলেন 'দুলি বিবি', হরিমতী দেবী হলেন 'সকিনা বেগম', চিত্ত রায় নাম ধারণ করলেন 'দেলওয়ার হোসেন'।
গিরীণ চক্রবর্ত্তী তো কয়েকবার নাম পাল্টালেন কয়েকটি রেকর্ডের জন্য। একবার 'সোনা মিয়া' নামে, একবার 'সুজন মাঝি' নামে, আর একবার 'গোলাম হায়দার' নামে!
মুনশী মোহাম্মদ কাসেম তো ইতোপূর্বে হিন্দু গান গাইবার জন্য কে. মল্লিক ছদ্মনাম নিয়েছিলেন। পরে ইসলামি নজরুল সংগীত গাইবার জন্য তিনি আবার নাম বদলালেন, তবে আসল নামে ফিরতে পারলেন না, নাম রাখলেন 'মনু মিয়া'। আসল নাম ব্যবহার না করতে পারার একটা কারণ হলো, কে. মল্লিক তখন শ্যামাসংগীত গেয়ে বিখ্যাত, হিন্দু শ্রোতারা তার গানের রেকর্ড বেরুলেই লুফে নেন, তাকে হিন্দু হিসেবেও মনে করে নিয়েছেন। অথচ, তিনি মুসলিম হয়েও ইসলামি গান গাইবেন না- তা কী করে হয়? তাই, তিনি গিয়ে ধরলেন আব্বাস উদ্দীন আহমদকে। আর আব্বাস উদ্দীন গেলেন নজরুলের কাছে। নজরুল যথারীতি পাঠালেন ভগবতী বাবুর কাছে অনুমতির জন্য।
ভগবতী বাবু তো প্রস্তাব শুনে রেগে আগুন। কে. মল্লিক বাবুকে দিয়ে ইসলামি গান গাওয়ানো যাবে না, কারণ শ্রোতারা যদি একবার সেই কণ্ঠ চিনে ফেলেন আর বুঝে ফেলেন যে কে. মল্লিক আসলে মুসলমান, তবে তো শ্যামাসংগীতের রেকর্ড বিক্রিতে ভাটা পড়ে যাবে! তাই, কে মল্লিকের সেই স্বপ্ন আপাতত পূরণ হলো না। অবশ্য, ভগবতী বাবুর মৃত্যুর পর কে. মল্লিক নজরুলের ইসলামি গান বের করেছিলেন।
এভাবে ইসলামি গান গাইবার জন্য হিন্দু শিল্পীরা যেমন নাম বদলেছেন, তেমনি বিপরীতটিও কিন্তু ঘটেছে। অর্থাৎ নজরুলের হিন্দু ভাবাদর্শের গান গাইবার জন্যে মুসলিম শিল্পীরাও ছদ্মনাম নিয়েছেন। যেমন- তালাত মাহমুদ 'তপন কুমার' ছদ্মনামেই নজরুলের বিভিন্ন গান গেয়েছেন।
তবে কেবল যে রেকর্ড বের করবার তাগিদেই হিন্দু শিল্পীরা ইসলামি নাম ধারণ করেছেন, সেটি বললে অবিচার হবে। ইসলামি সংগীত হলেও গানের তাল-লয়-সুর এত উচ্চমার্গের ছিলো যে, বিমুগ্ধ চিত্তে শিল্পীরা এসব তুলে নিয়েছেন স্ব-স্ব কণ্ঠে।
তবে এ পর্যন্ত মুসলিম-অমুসলিম অনেক শিল্পীই নিজ নামেই নজরুলের ইসলামি গান ধারণ করেছেন। ড. অনুপ ঘোষাল, অজয় রায়, আশা ভোঁসলে, মনোময় ভট্টাচার্য, রাঘব চট্টোপাধ্যায়সহ প্রবীণ-নবীন শত শিল্পীর নাম নেওয়া যাবে, যারা নিজেদের মূল নামেই ইসলামি গান গেয়েছেন। এমনকি, যেসব উর্দুভাষী শিল্পীদের কাওয়ালি গান শুনে ইসলামি সুরের স্বাদ মেটাতেন বাঙালিরা, সেই উর্দুভাষী কতক শিল্পীও ইসলামি নজরুল সংগীতের জনপ্রিয়তায় মুগ্ধ হয়ে বাংলা ইসলামি গান রেকর্ড করেছেন।

ইসলামি গান রচনায় নজরুলের পারঙ্গমতা

নজরুল চিরায়তভাবেই সংগীত রচনায় যে ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন, ইসলামি সংগীত রচনায়ও তার কোনো ব্যত্যয় নেই। এ প্রসংগে এক মজার ঘটনা উল্লেখ করা যায়। একদা আব্বাস উদ্দীন আহমদ নজরুলের বাসায় গিয়ে দেখেন, আগে থেকেই কবি নজরুল গভীর মনোযোগে কী যেন লিখছেন। আব্বাস উদ্দীনকে বসতে ইঙ্গিত দিয়ে আবার মন দিলেন লেখায়। জোহরের সময় হলে আব্বাস তা কবিকে জানালেন, আর বললেন যে, কবিকে একটি গজল লিখে দিতে হবে। কবি তাড়াতাড়ি পরিষ্কার চাদর এনে বিছিয়ে দেন আব্বাস উদ্দীনকে নামাজ পড়ার জন্য। আব্বাস নামাজ পড়তে লাগলেন আর নজরুল গান লিখতে শুরু করে দিলেন।
আব্বাসের নামাজ শেষ হতে না হতেই নজরুল তার হাতে একটা কাগজ দিয়ে বললেন, নাও তোমার গজল। শিল্পী আব্বাস উদ্দীন অবাক হয়ে দেখলেন, এই অল্প সময়েই নজরুল চমৎকার ইসলামি গান লিখে ফেলেছেন; তা-ও আব্বাসের নামাজ পড়ার প্রসঙ্গ এনে। নজরুলের বিখ্যাত সেই গজলটি হলো-
হে নামাজী, আমার ঘরে নামাজ পড় আজ,
দিলাম তোমার চরণতলে হৃদয় জায়নামাজ।'
কবি নজরুলের দেখানো পথে হেঁটে পরবর্তীতে আরো অনেকে বাংলায় ইসলামি গান রচনায় ব্রতী হন। এঁদের মধ্যে জসীম উদ্দীন, ফররুখ আহমদ, গোলাম মোস্তফা, মতিউর রহমান মল্লিক প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে বলাই বাহুল্য, গুণে বা গণনায় কেউই নজরুলকে ছাপিয়ে যেতে পারেননি।
এই মহান কবি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট ইন্তেকাল করেন। তাঁকে ঢাকায় সমাহিত করা হবে কোথায় তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এ প্রসংগে কবির একটি গান প্রণিধানযোগ্য,
মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই
যেন গোর থেকেও মুয়াযযিনের আজান শুনতে পাই।
কবির সেই বিখ্যাত ইসলামি গানে ব্যক্ত হওয়া অন্তিম ইচ্ছে অনুযায়ীই তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে কবরস্থ করা হয়।
এক নজরুলই যে পরিমাণ ও যে মানের ইসলামি গান উপহার দিয়ে গেলেন, তাতে বাংলা গানের এই রসদ পূর্ণ হয়ে রয়েছে। এতগুলো বছর পেরিয়ে গেলেও এই শাখায় তিনি এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।
নজরুলের ইসলামি গান রচনার আগে মুসলমানরা লোকসংগীত ধাঁচের ইসলামি সংগীত নিয়ে যে হীনম্মন্যতায় ভুগতেন, কবির এই অপূর্ব সৃষ্টিসম্ভার তা ঘুচিয়ে দিয়েছে। তাঁর এই সৃজন যে কেবল বাংলা গানে নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছেন তা নয়, বরং বিশ্ব পরিমণ্ডলে ইসলামি গানের যে সুবৃহৎ ক্ষেত্র রয়েছে, সেই ধারাকেও করে গেছে সমৃদ্ধ। কারণ, নজরুল রচিত ইসলামি সংগীতগুলো সুরে কিংবা বাণীতে বিশ্বের প্রথিতযশা ইসলামি সংগীতকারদের রচিত সংগীতের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়।

আল মাহমুদ ও কিছু অপ্রিয় সত্য

পাভেল আখতার

“কোনো এক ভোরবেলা,
রাত্রিশেষে শুভ শুক্রবারে
মৃত্যুর ফেরেস্তা এসে যদি দেয়
যাওয়ার তাকিদ;
অপ্রস্তুত এলোমেলো এ গৃহের
আলো অন্ধকারে
ভালোমন্দ যা ঘটুক মেনে নেবো এ
আমার ঈদ।
ফেলে যাচ্ছি খড়কুটো, পরিধেয়,
আহার, মৈথুন--
নিরুপায় কিছু নাম, কিছু স্মৃতি
কিংবা কিছু নয়;
অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে জমে আছে
শোকের লেগুন
কার হাত ভাঙে চুড়ি ? কে ফোঁপায়
?পৃথিবী নিশ্চয়।
স্মৃতির মেঘলাভোরে শেষ ডাক
ডাকছে ডাহুক
অদৃশ্য আত্মার তরী কোন ঘাটে
ভিড়ল কোথায় ?
কেন দোলে হৃৎপিণ্ড, আমার কি
ভয়ের অসুখ ?
নাকি সেই শিহরণ পুলকিত মাস্তুল
দোলায়!
আমার যাওয়ার কালে খোলা থাক
জানালা দুয়ার
যদি হয় ভোরবেলা স্বপ্নাচ্ছন্ন শুভ
শুক্রবার।”
(‘স্মৃতির মেঘলাভোরে’, আল
মাহমুদ)

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯। গালিবের মৃত্যুদিনে চলে যান প্রিয় কবি---মীর আব্দুস শুকুর আল মাহমুদ ; যিনি আল মাহমুদ নামেই খ্যাত। তাঁর কবিতা অনাঘ্রাত পুষ্পের সুবাস বয়ে আনে। গভীরতম অনুভূতির সঙ্গে প্রজ্ঞামিশ্রিত ও সত্যাশ্রয়ী জীবনদর্শন ‘কবিতা’ নামক যে শিল্পের জন্ম দেয়, যা সৌন্দর্যের অভিজ্ঞানে আলোকিত হয়ে মানুষ কীভাবে তার সৃষ্টির মধ্যেই লগ্ন হয়ে থাকা শ্রেষ্ঠত্বের অন্বেষায় জীবন-পরিক্রমা করবে তার প্রক্রিয়া বর্ণনা করে---আল মাহমুদ সেই বিরল কাব্যশিল্প সৃষ্টির ধারায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

কবির অমরত্বের এ হ’ল প্রথম শর্ত। দ্বিতীয় শর্ত হ’ল, কাব্যভাষায় স্বাতন্ত্র্যের নির্মাণ, যেক্ষেত্রেও আল মাহমুদ সসম্মানে উত্তীর্ণ।
শব্দচয়নও যে কতটা শৈল্পিক হতে পারে, তার প্রমাণেও তিনি রেখেছেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর।
‘কালের কলস’, ‘লোক লোকান্তর’, ‘সোনালি কাবিন’, ‘মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো’, ‘অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না’, ‘বখতিয়ারের ঘোড়া’ ইত্যাদি তাঁর ধ্রুপদী কাব্যগ্রন্থ। শুধু কি কবিতা ? তাঁর অসামান্য কলম গদ্যেও রেখেছে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল শিল্পসুষমার ছাপ। ‘কাবিলের বোন’, ‘পানকৌড়ির রক্ত’, ‘সৌরভের কাছে পরাজিত’ ইত্যাদি।
উপমহাদেশের বৌদ্ধিক মহলের বৃহত্তর অংশে একটি মানসিক দৈন্য লক্ষ করা যায়। মতাদর্শগত বিশ্বাসের প্রশ্নে সৃজনশীল মানুষদের মধ্যে যদি ইসলামে বিশ্বাস ও চর্যা দেখা যায় তাহলে তাঁরা নিন্দিত ও উপেক্ষিত হন, বিপরীতক্রমে ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত দর্শনে বিশ্বাস থাকলে সেইসব মানুষের নন্দিত হওয়া কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হয় না। মজার বিষয়, পৃথক পৃথক ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়, এই নির্ভুল পর্যবেক্ষণ-এর সবচেয়ে মোক্ষম উদাহরণ আল মাহমুদ। ইসলামের জীবনদর্শনে বিশ্বাস ও অনুশীলনপূর্ব জীবনে তিনি নন্দিত হলেও সেই তিনিই আবার ইসলামে বিশ্বাস ও অনুশীলন-উত্তর জীবনে নিন্দিত ও উপেক্ষিত হয়ে পড়েন কথিত বৌদ্ধিক মহলে।
‘ইসলামফোবিয়া’র এ এক দুরন্ত উদাহরণ!
নাস্তিকদের প্রতি আমি কোনও বিদ্বেষ পোষণ করি না। সেটা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরের অন্তর্গত, যা নিয়ে কথা বলার কিছু নেই। কিন্তু, নাস্তিকদের তরফে যে বিষয়টি সমালোচনার যোগ্য তা হল তাদেরই ধর্ম ও ধার্মিক-বিদ্বেষ। তারা ধর্ম ও ধার্মিকদের নিয়ে এত বিচলিত কেন সেটা আমি আজ অবধি বুঝতে পারিনি! নাস্তিকতায় বিশ্বাসের জন্য ধর্ম ও ধার্মিকদের নিয়ে তাদের তো নির্লিপ্ত থাকারই কথা ছিল! সেই বিচলন তাদেরকে এতটাই উগ্র করে তোলে যে, একজন কবির ধর্মে প্রত্যাবর্তনকে তারা ক্রমাগত বিদ্ধ করে চলেন, তাঁর অন্তিম জীবনের প্রতিও সামান্য মানবিক ব্যবহারটুকু করার মতো ইচ্ছেও হারিয়ে ফেলেন!
আরেকটি কথা। একজন কবি বা গদ্যকারের ‘রাজনৈতিক জীবন’ কি থাকতে পারে না ? তাহলে নেরুদা ও চার্চিল সম্পর্কে কী বলা যাবে ? এখানে হয়তো তর্ক উঠবে যে, সেই জীবন ‘অ-বিতর্কিত’ হতে হবে ? নেরুদা ও চার্চিলের জীবন কি এর সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে ছিল ? তাছাড়া এই বিতর্কিত বা অ-বিতর্কিত ব্যাপারটা চূড়ান্ত করা কি এতই সহজ ?
বিতর্ক মানেই সেখানে যুক্তি যেমন আছে বা থাকে তেমনই পাল্টা প্রতি-যুক্তিও বিস্তর আছে বা থাকে। তাহলে ? এসব কিছুই নয়। আল মাহমুদকে তাঁর পরবর্তীকালের ইসলামবিশ্বাসী জীবনযাপনের জন্যেই মূলত নাস্তিকদের তরফে হীনতম আচরণের শিকার হতে হয়েছে! আজ তিনি প্রয়াত, এরপরও তাঁর প্রতি বিষোদগার অব্যাহত! সামান্য শিষ্টাচারবোধটুকুও যখন মানুষের মধ্য থেকে লুপ্ত হয়ে যায় তখনই একজন প্রয়াত মানুষকেও ছাড় দেওয়া হয় না, তার অকারণ নিন্দাবাদ উচ্চারণের মাধ্যমে!
একথা ঠিক যে, মূলত বিপরীত রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্যেই আল মাহমুদের বিরোধিতা বা সমালোচনা করা হয়ে থাকে। তবে, সকলের না হলেও তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই সেই রাজনৈতিক বিশ্বাসের মূলে আবার নাস্তিকতাও বিদ্যমান। আল মাহমুদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দুটি কারণই নিহিত আছে। শামসুর রাহমানের ধর্মবিদ্বেষ বা ধর্মবিরূপতা সত্ত্বেও তিনি এদের কাছে পূজিত হন, অথচ আল মাহমুদ তাঁর ধর্মবিশ্বাসের জন্য হন নিন্দিত! এখান থেকেই এদের আসল মনস্তত্ত্ব প্রকট হয়ে পড়ে!
পরিশেষে বলি, কবি জয় গোস্বামী একবার আল মাহমুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-কে তীর্থ-দর্শনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন !!

রাত তখনও গভীর

রমি রেজা

ছোট গল্প

মাঘ মাসের প্রায় শেষের দিকে- সন্ধ্যার পর থেকে কুয়াশা একটু একটু করে চারিদিক টাকে জড়িয়ে ধরলো। অনেকদিন পরে ইন্দাদুল আমার কাছে এসে বললো -”একটুখানি চা খাওয়াও তো দাদা।”
আমি বললাম-”চা খাওয়াতে পারি, আর বদলে তোমায় গল্প শোনাতে হবে।”
ইন্দাদুল হেসে বলল-”আচ্ছা বেশ বেশ।”
কিছুক্ষণ পরেই টেবিলের উপর দু কাপ চা রেখে বললাম -”এসো আগে চা খেয়ে নাও! তারপর গল্প শুরু হবে!”
বাইরে তখন চাঁদ উঠেছে। কুয়াশার ফাঁক দিয়ে সেই ম্লান চাঁদের আলো এসে পড়েছে। কেমন যেন একটা ভয় মেশানো সন্ধ্যাবেলা ছিল সেদিন। এমন সন্ধ্যাটাকে উপভোগ করবার জন্য আমি ইন্দাদুলকে বললাম -”অতিপ্রাকৃত গল্পই হোক!”
ইন্দাদুল বললো - “আচ্ছা!গল্পটা একবার আমি আমার দাদুর মুখ থেকে শুনেছিলাম। সেই গল্পটাই আজ বলি।”
এ কথা বলে গল্পটা শুরু করলো: আমার দাদুর বয়স তখন উনিশ অথবা কুড়ি হবে। জমি - জমার কাজ দেখাশোনা করতো ও নিজের হাতেই সামলাতো। সেজন্যই জমির একপাশে তিন কামরার ঘর গড়ে তুলেছিল বাসের জন্য। সেখানে দাদু তার বাবা-মায়ের সঙ্গেই থাকতো। জমিতে উৎপাদিত ফসলের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নিত, আর বাকি অংশ গরুর গাড়ি করে দূরের গঞ্জ বাজারে বিক্রি করে দিত মহাজনদের কাছে। ভোরের বেলা উদ্বৃত্ত ফসল গরুর গাড়িতে বোঝাই করে , খুব সকালে তা পৌঁছে যেত গঞ্জ বাজারে। তারপর সেগুলো মহাজনদের দিয়ে পয়সা কড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরতো। কিন্তু একদিনের ঘটনাটি ছিল অন্যরকম। মাঘ মাস শেষ হয়ে গিয়েছিল তখন। প্রকৃতিতে তখন বসন্ত বিরাজ করছিল। রাত তখনো গভীর- ভোর হতে তখনও অনেক বাকি ছিল। গ্রামের দিকে ঘড়ির প্রচলন তখনও তেমনভাবে ছিল না। তাই সময়ের আন্দাজ না করেই দাদু ঘুম থেকে উঠেই গাড়িতে শস্য বোঝাই করছিল গঞ্জে নিয়ে যাবার জন্য। গাড়ি গঞ্জের উদ্দেশ্যে বেরোনোর সময় দাদুর বাবা হঠাৎই বলেছিল-”মনে হয় ভোর হতে এখনো ঢের বাকি আছে! রাত এখনো গভীর!”
কিন্তু সময়ের হিসেবে দাদুর কোথাও ভুল হয়েছিল। তাই সে তার বাবাকে বলেছিল-” ভোর হয়ে গিয়েছে বাপজি। সকালের আগেই এগুলো নিয়ে আমাকে গঞ্জে যেতে হবে।।”
দাদুর এ কথাতে দাদুর বাবার মন ঠিক সায় দেয়নি। সে আবারও বলে গরুর গাড়ি যদি রাস্তায় কোথাও থমকে দাড়িয়ে যায়! তাহলে আর সামনের দিকে না গিয়ে যেন বাড়ি ফিরে নিয়ে আসে।
রাস্তাটি বেশ চওড়া। দুপাশে শাল ও দেবদারু গাছের জঙ্গল আর কোথাও কোথাও কৃষ্ণচূড়া গাছ। কি অপূর্ব সুন্দর ফুল ফুটেছে কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলিতে। আকাশে চাঁদের আলো উপচে পড়ছে সেই ফুল গুলোর উপরে। সে কি অপূর্ব দৃশ্য! কিন্তু রাতের সেই চাঁদনী রাত ও নির্জনতা ছিল কেমন জানি একটা গা ছমছমে ও ভয় মেশানো। গরুর গাড়ির ক্যাচ ক্যাচ শব্দ ছাড়াও দূর থেকে সূক্ষ্ম অন্ধকার ভেদ করে সমাবেত শিয়ালের কোরাস শোনা যাচ্ছিল। আর শোনা যাচ্ছিল শুকনো পাতা ঝরে পড়ার খসখস শব্দ।
গরুর গাড়িটা যেতে যেতে বেশ অনেকটা পথ পেরিয়ে হঠাৎই থেমে গেল। দাদু ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে না বিস্মিত হয়েছিলো। তারপর পাচন দিয়ে গরু দুটিকে কয়েকবার মার লাগানো সত্বেও গরু দুটো সামনের দিকে কোন মতেই এগিয়ে গেল না- বরং পিছনের দিকে সরে যাচ্ছিল। দুপাশে বড় বড় তেতুল গাছের নিচে নির্জনতা ও নিস্তব্ধতা আরো ঘন হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ এই সময় দাদুর মনে পড়ে গেল তার বেরোনোর সময় তার আব্বু যে কথাগুলো বলেছিল। তাই বিলম্ব না করেই গরুর গাড়িটিকে সেই খানে থেকেই ফিরিয়ে এনেছিল। সেদিন সত্যিই রাত অনুমানে ভুল হয়েছিল দাদুর। ভোর হতে বাকি ছিলো প্রায় ছয় -সাত ঘন্টা। গল্পটা এইখানেই শেষ করে ইন্দাদুল বলেছিল -”তবে সেদিন কেন যে গরুর গাড়ী সামনের দিকে এগোয়নি জানি না। হয়তো গরুটা অমানুষিক কিছু বুঝতে পেরেছিল। প্রাণীরা আমাদের আগেই এই সব ব্যাপারে বুঝতে পারে।”
তবে এই প্রশ্নের উত্তর আমি কিছু দিন বাদেই পেয়েছিলাম। সন্ধ্যার পরে পরেই একদিন আমি ইন্দাদুল বর্ণিত ওই রাস্তাটিতে গিয়েছিলাম। পরক্ষনেই আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যে সাতটা, কিন্তু তবুও রাস্তাটি ছিলো মধ্য রাতের মতোই গভীর নির্জন। আরো একটা ব্যাপার আমি অনুভব করতে পারছিলাম খুব অশুভ কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব। বহুবছর আগে ইন্দাদুলের দাদু যখন গরুরগাড়ী করে যাচ্ছিলো হয়তো সেই আজব ও অদ্ভুত প্রাণীটিকে দেখতে পেয়েছিল। যার সঙ্গে এজগতের দেখা প্রাণীর কোনো মিল ছিল না।

এক আকাশের নীচে

শংকর সাহা

ছোটোবেলায় একবার পাড়ার অচিন্ত্য মাস্টার মশাই হিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ,” সে বড় হয়ে কি হবে?”
হিয়া হেসে বলে বলে,”বাবা বলতেন,জীবনে বড় হয়ে একজন ভালো মানুষ হই।“আজ ছোটো বেলার সেই কথাগুলো হিয়ার প্রায় মনে পড়ে।
হিয়া নিবারণবাবুর প্রথমপক্ষের একমাত্র সন্তান। প্রথমপক্ষের স্ত্রী ক্যান্সারে মারা যাবার পরে নিজের অমতেই বাড়ির সকলের কথা রাখতে ছোট্ট হিয়াকে মানুষ করতে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। নিবারণবাবু সব সময় চাইতেন হিয়া ও দিয়া যেন একভাবেই মানুষ হয়। তবে মা হারার কষ্ট যেন হিয়াই শুধু বোঝে। আজও মায়ের অভাবটুকু যেন তার অপূর্ণই থেকে গেল।
দিয়া নিবারণবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। ছোট বেলা থেকেই দিয়া একটু অন্যরকম। অসম্ভব জেদ তার। সেবারের পুজোয় তো হিয়ার জন্যে যে জামাটি নিবারণবাবু কিনেছিলেন সেটি দিয়া করে নিয়েই ছিলো। পাড়ার সকলে দুই বোনকে দেখে বলেন,”সম্পূর্ণ যেন দুই পৃথিবী। সম্পূর্ণ ভিন গ্রহের প্রাণী দুই বোন।“ পাড়ার সকলে যেন হিয়াকেই বেশি ভালোবাসে।

অণুগল্প

দিয়া বি.টেক পড়ছে। পড়ার চেয়ে তার বেশি টান অন্য নেশায়। কলেজের ছেলেদের সাথে আড্ডা দেওয়া,রাত জেগে বাড়ি ফেরা যেন আজ তার অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। নিবারণবাবুর শত বারণ সত্বেও সে যেন কথায় কর্ণপাত করেনা। দিয়াকে নিয়ে চিন্তায় থাকলেও তিনি যখন হিয়ার কথা ভাবেন তখন গর্বে তার যেন বুক ফুলে যায়। যেমন শিক্ষাদিক্ষা তেমনই আচার সংস্কৃতিতে হিয়া যেন ঠিক মায়ের মতই হয়েছে।
সেদিন ছিল পাড়ায় অনুষ্ঠান। হিন্দি সিনেমার কোনো এক গায়ক যেন শো করতে এসেছেন। অনেক রাত করে সেদিন দিয়া বাড়ি ফেরে। পরের দিন সকাল তখন প্রায় আটটা। কলিং এর শব্দ পেয়ে দরজা খুলতেই হিয়া চমকে ওঠে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় জনা দশেক পুলিশ। হিয়া বাড়ির ভেতরে এসে সবাইকে ডাকতে থাকে। সাথে সাথে তিনজন পুলিশ অফিসার ঘর থেকে দিয়াকে টেনে বের করে নিয়ে আসেন। সকলে জানতে পারে,মাদক পাচার চক্রে দিয়ার নাম জড়িত। কলেজ ক্যান্টিনে সেইই মাদক পাচার করত। তাই ট্রাইবুনালে তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।
সকলে স্তম্ভিত হয়ে যায়। দিয়াকে নিয়ে পুলিশের গাড়ি বেরিয়ে যায়। মেয়ের এই খবর শুনে নিবারণবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে। সারাদিনে কারো পেটে জলটুকুও পড়েনি। হিয়া বাবার কাঁধে হাত দিয়ে বলে,” বাবা,চলো।কিছু মুখে দেবে। একটি যে উকিল ঠিক করতে হবে। দিয়া যে বড়ই কষ্ট পাচ্ছে ওখানে”
অবাক বিস্ময়ে নিবারণবাবু হিয়ার দিকে চেয়ে বলে, “ মারে... এতো ভাবিস তুই!!”
“ বা!রে..ও যে আমারই ছোটো বোন”

বসন্তকাল

বিপুল চন্দ্র রায়

ঝরাপাতা বৃক্ষগুলো বৃদ্ধার মতো দাঁড়িয়ে
রিক্ত বেশে মৃত্যু প্রায় অথচ
বসন্তের আগমনে প্রকৃতি তার জীর্ণতা মুছে
বসন্ত এসে দান করে যৌবনের উন্মাদনা।

বসন্তে প্রকৃতিতে ফুল ফোটে
পত্রঝরা বৃক্ষে নবপল্লব
শুষ্ক মৃত্তিকাতে জাগায় কচি কিশলয়।
ভ্রমরের গুঞ্জনে কোকিলের কুহুতানে
শেষ বিকালের গোলাপি আলো
দূর আকাশে চোখ মেলে সন্ধ্যাতারা।
প্রকৃতি যেন নববধূর সাজে সজ্জিত
বসন্তে জাদুময়ী স্পর্শে হয়ে উঠে প্রাণবন্ত।

বাসন্তির সাজে

আনজানা ডালিয়া

শীতের বিদায়ে মন গেছে শুকিয়ে
চল সখা বসন্তের হাওয়ায়
মনটাকে নতুন করে দোলাই।
চল সখা ইচ্ছে নামক ঘুড়িটাকে
উড়িয়ে দিই আকাশে
সুতা ছিড়ে উত্তাল হই বসন্তের ঐ বাতাসে।
পলাশ শিমুলের রঙে হারিয়ে যায় দুজন দুজনার মাঝে
প্রকৃতি সেজেছে সবুজ,হলুদ,লালে
আমি সেজেছি সাতরঙা বাসন্তির সাঁজে।
তোর হাতটি ধরে ঘুরবো আজ সারাটি বেলা
চল সখা,আনন্দের বসাই মেলা
প্রেম মাতোয়ারা হয়ে সাজাই ভেলা।
চল সখা হুট ফেলা রিক্সায়
সিতা পাহাড়ের চুড়ায়
স্বপ্নের ছোঁয়ায় খুঁজে নিই ভালোবাসা
ফিরে ফিরে তৃপ্তির হাসি তামাশা।

ছড়া-ছড়ি

আহ্বান

সৌমেন্দু লাহিড়ী

আয়রে কে যাবি যুদ্ধে আয়...
এ নয়রে যেমন তেমন যুদ্ধ
কিম্বা ক্রুসেড ধর্মযুদ্ধ,
এ যুদ্ধ জগতে বাঁচার যুদ্ধ,
শুদ্ধ চিত্তে আয়রে আয়,
আয়রে কে যাবি যুদ্ধে আয়।
শোষক শোষিত সমাজ মাঝারে
শোষকের দল নির্বিচারে
মোদের চুষছে রক্ত করছে ছিবড়ে
প্রতিবাদী স্বর উঠেছে তাই,
আয়রে কে যাবি যুদ্ধে আয়।
কতদিন আর চলবে এভাবে,
এভবে মানুষ মরবে অভাবে,
চিরকাল এই বৈষম্যের
অবসান আজ ঘটাতে তাই,
আয়রে কে যাবি যুদ্ধে আয়।
অত্যাচারীদের অত্যাচারে
পীড়িত মানুষের হৃদ মাঝারে
দীর্ঘদিনের ক্ষোভ হতে আজ
যুদ্ধ দামামা বেজেছে তাই,
আয়রে কে যাবি যুদ্ধে আয়।
শাসক-শাসন যখন যেখানে
যেমনই শোষণে কনভার্ট হয়,
নিপীড়িতদের রক্ত তখন
ক্রমে ক্রমে উৎতপ্ত হয়,
আয়রে কে যাবি যুদ্ধে আয়।।

বাংলা ভাষা

জয়নাব খাতুন

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে
সূর্য ওঠার আগেই পাখি ডাকে
বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে
সকাল বেলায় শিশু বই নিয়ে বসে
বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে
সাইকেলের বেল বাজিয়ে
বিদ্যালয় যায়
বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে
শহীদের কথা মনে পড়ে
বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে
‘ফেব্রুয়ারি’ আসে
বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে
আকাশ বাতাস মুখরিত হয় অন্ধ
বাউলের গান!

জমে থাকা ডাকবাক্সে

নাইস হোসেন

জমে থাকা ডাকবাক্সে
চিঠির জমা ধূলো
বন্ধ হয়ে আছে সেথায়
সব অভিমান গুলো।

নিয়মিতই আসে চিঠি
ডাক পিওনের হাতে
ডেকে আমায় পায় না সাড়া
থাক না জমে তাতে।

লাল নীল আর হলুদ রঙের
চিঠির যত খাম
না পড়া সব লেখাগুলোর
বড্ড বেশি দাম।

আমি কোথায়

মহঃ রাইহান

আমি কোথায় কার কাছে জানি
কে আছে এত কাছে ,
কাকে আমি খুঁজি।
সে যে হারিয়ে গেছে
আমি আজও বুঝিনি।
বদলেছে সবকিছু
কি আছে বাকি ?
যদি থাকে শেষটুকু,
আমি আজও যত্ন করে রাখি।
লোকে বলে কী হবে খোঁজ করে,
সে যে অচেনা
কার কাছে বলি গিয়ে?
সে যে আমার যন্ত্রনা।
তুমি ভুলে গেলেও
আমি ভুলতে রাজি না ,
আমি তোমায় দেখতে পেলেও
তুমি আমায়□চিনলে না।

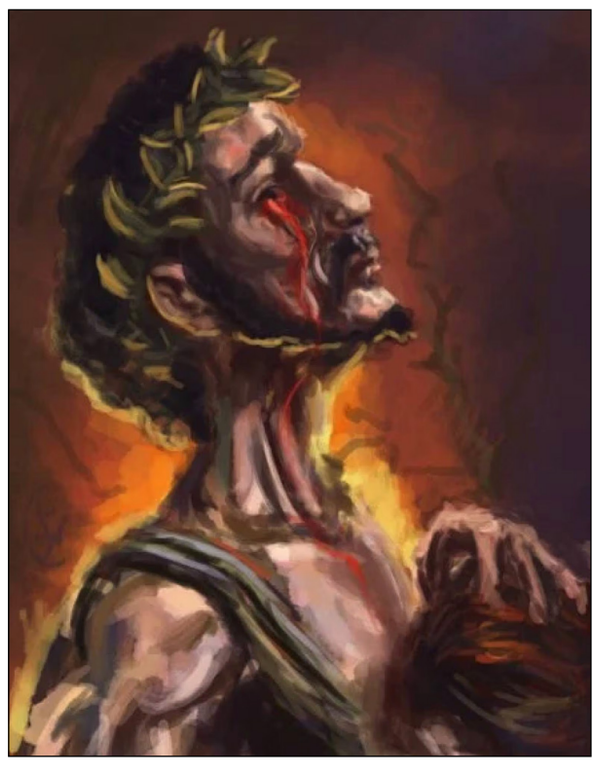

অসুখ

মোঃ আব্দুল রহমান

রোগটা কি কেউ জানে না
তবে অসুখ যেন বড়ই আজগুবি,
একেবারে রহস্যে মোড়া ---
এ অসুখ যেন শরীরের নয়,
কেবল মনকে আক্রান্ত করে থাকে...!
এ অসুখ কিন্তু ভীষণ ভয়ংকর !
এ অসুখ মাঝে মাঝে আসে, যখন ঐ দিগন্তে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ঘোষিত হয় অস্বিত্বের লড়াই ---
সিংহাসনে বসতেই হবে আমায়,
চাই ! চাই ! আমার সাম্রাজ্য চাই...!
আজ সেই রাজা হবার লড়াইয়ে ধ্বংস হলো কত জনপদ! বিনাশ হলো সভ্যতা ! তলিয়ে গেলো সহস্র নগর, শহর, গ্রাম, গঞ্জ !
হারিয়ে গেলো মনুষ্যত্ব, নৈতিকতা, বিবেক, চেতনা !
ধর্মের অন্ধত্বে আর জাতি ভেদাভেদে কুয়াশাচ্ছন্নে বিনাশ হল মানবতা!
শেষ হল সবার সেরা নামটি “মানুষ!” কেবল পোষাক পরিহিত জীব... !
আরো খণ্ড-বিখণ্ড হল মানচিত্র, সবুজ ধরণী হলো লাল...!
হ্যাঁ, লাল নদী আর লাল সাগর তৈরি হল...!
বসুন্ধরার বুকে এখানে সেখানে জ্বলে উঠল আগুন চিরকাল --
দাউদাউ...!
এ অসুখে উত্তাল, একেবারে মাতাল হয়ে উঠেছে শ্রেষ্ঠ জীবকুল।
ভীষণ ভয়ংকর এ অসুখ !
আঁচ করার শক্তি নাই, হারিয়েছে চেতনা, বিবেক, বোধের আলো ---
কিন্তু বসুন্ধরার চোখে জল, নিস্তব্ধ, মুখ তার বড়ই ভার...!
মাঝে মাঝে বলে,
আছে কি কোনো ডাক্তার?
একবার আসুক সারাতে এ অসুখ !
নয়তো আমার আর বাঁচার উপায় নাই !
অসুখটা কি কেউ বলে না --- কিন্তু জানে সবাই...,
তবে অসুখটা ভীষণ ভয়ংকর...!

ইউরোপীয় ফুটবল: রাতে রেকর্ড গড়ে সকালে স্কুলে নোনান

আপনজন ডেস্ক: 'আমার মনে হয় এটা বলা নিরাপদ যে, আজ রাতে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে গর্বিত মা।' কথাটি স্যান্ডি নোনানের। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ছেলের ছবিসহ শার্মক রোভার্সের পোস্ট রি-পোস্ট করে কথাটি লিখেছিলেন বৃহস্পতিবার রাতে। তাঁর ছেলে সেদিন রাতে উয়েফা কনফারেন্স লিগ নকআউট রাউন্ড প্লে-অফ প্রথম লেগে দলের হয়ে অভিষেকেই গোল করে ইতিহাসে গড়ে। নরওয়ের ক্লাব মোলদের বিপক্ষে শার্মকের (১-০) জয়ে একমাত্র গোলটি স্যান্ডির ১৬ বছর বয়সী ছেলে মাইকেল নোনানের। ১৬ বছর ১৯৭ দিনে করা নোনান সেই গোল দিয়ে কনফারেন্স লিগে এখন সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা।

উয়েফার অধীনে ইউরোপের সব ক্লাব প্রতিযোগিতা মিলিয়েও দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা নোনান। এমন একটা রাতের পর স্বাভাবিকভাবেই নোনানের পরিবারে গর্বের ঢেউ লাগার কথা। কিন্তু নোনানের শান্তি নেই। নরওয়ে থেকে সেদিন রাতেই তাঁকে বিমান ধরে ফিরতে হয়েছে জন্মভূমি আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে। কেন? স্কুল কামাই দেওয়া যাবে না। পরদিন সকালেই তো স্কুল!

কাল নোনানের স্কুলে যাওয়ার সেই ছবিও পোস্ট করেছেন স্যান্ডি। কালো জ্যাকেট পরে কাঁধে স্কুলব্যাগ নিয়ে নোনানের হেঁটে যাওয়ার ছবিটি পোস্ট করে ক্যাপশনে স্যান্ডি লিখেছেন, 'এখন স্কুলে ফিরে যাচ্ছে সে।'

আয়ারল্যান্ডের অনূর্ধ্ব-১৭ দলে খেলা এই সেন্টার ফরোয়ার্ডকে নিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'দ্য সান'কে স্যান্ডি বলেছেন, 'সে স্কুলে ফিরেছে। যেতে চেয়েছিল। ভাই-বোনদের সঙ্গে খুশিমনেই গিয়েছে। আর ক্লাস হয়েছে অর্ধদিবস। দিনটা তাই খারাপ কাটেনি। (দুপুর) একটার দিকেই ছুটি পেয়েছে।'

গোল করে যেহেতু ইতিহাস গড়েছেন, স্বাভাবিকভাবেই স্কুলে নোনানকে বাকিদের একটু তোয়াজ করার কথা। স্যান্ডি অবশ্য সেসব নিয়ে কিছু না বললেও মজা করতে ছাড়েননি, 'আমি নিশ্চিত তারা তাকে হোমওয়ার্ক দেয়নি। আশা করি তারা দেবে।'

আয়ারল্যান্ডের কাউন্টি কিলদেয়ারে নোনানের পরিবারের বসবাস। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাত ২টার দিকে বাসায় ফেরেন নোনান। স্যান্ডি জানিয়েছেন, তাকে স্বাগত জানাতে প্রতিবেশীরা থালা-বাসন বাজিয়ে অভ্যর্থনা জানান। স্যান্ডির ভাষায়, 'ঘরে ফিরতে তার রাত দুটো বেজেছে। প্রতিবেশীরা বাসন-কোসনে বাদ্য বাজনা করেছে। ঘরে ফেরার দারুণ অভ্যর্থনা ছিল এটি।'

নোনান বাসায় ফিরে কি করেছেন, সেটাও জানিয়েছেন স্যান্ডি, 'গোলটি সে দেখতে চেয়েছে। সেটা দেখে নানা বিশ্লেষণ করে তবে ঘুমোতে গিয়েছে। এরপর সকালে স্কুলে। আমাদের খুব ভালো লাগছে। তাকে নিয়ে আমরা খুব গর্বিত ও সুখী।'

নোনানের কোনো ম্যাচ এমনিতে মিস করেন না তাঁর মা স্যান্ডি এবং বাবা অ্যান্ড্রু। কিন্তু কনফারেন্স লিগের ম্যাচে তাঁদের সন্তান আইরিশ ক্লাবটির একাদশে সুযোগ পাবে, সেটা তাঁরা ভাবতে পারেননি। এ কারণে ম্যাচটি দেখতে আর নরওয়েতে যাওয়া হয়নি স্যান্ডি ও অ্যান্ড্রুর। স্যান্ডির ভাষায়, 'গত ডিসেম্বরেই সে রোভার্সে সই করেছে। এত দ্রুত একাদশে সুযোগ পেয়ে যাবে ভাবিনি...আমরা আসলে সে খেলবে আশা করিনি। সেটাও একাদশে। তাই নরওয়েতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।'

শার্মকের একাদশে নোনান জায়গা পাওয়ার পর স্থানীয় এক পানশালায় 'ওয়াচ পার্টি'র আয়োজন করা হয় তার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের জন্য। দুটি টিভি ছিল খেলা দেখার জন্য। একটিতে ২০ সেকেন্ড আগে খেলা দেখানো হচ্ছিল, সেই টিভির সামনে বসেছিল নোনানের বন্ধুরা। অন্য টিভির সামনে বসেছিলেন নোনানের মা-বাবা। স্যান্ডির ভাষায়, 'উদ্‌যাপনটা দুবার হয়েছে। সবাই কাঁদছিল এবং একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছে। আনন্দে কেউই চোখে জল আটকে রাখতে পারেনি।'

আয়ারল্যান্ডের প্রথম দল হিসেবে এবারই প্রথম কোনো ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতার নকআউট পর্বে খেলছে শার্মক। ফিরতি লেগ আগামী বৃহস্পতিবার।

ভারতের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দলে ৫ স্পিনার কেন, প্রশ্ন অশ্বিনের

আপনজন ডেস্ক: রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী ও ওয়াশিংটন সুন্দর–চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দলে ভারতের বোলিং বিভাগে আছেন এই পাঁচ স্পিনার। ১৫ জনের দলে এত বেশি স্পিনার রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সদ্য সাবেক স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

তাঁর মতে, চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারত এমন কোনো ভেন্যুতে খেলবে না, যেখানে স্পিনাররা বেশি টার্ন পাবেন। যশস্বী জয়সোয়ালের মতো ব্যাটসম্যানকে জায়গা না দিয়ে বেশি স্পিনার রাখার কারণ বুঝতে পারছেন না বলে মন্তব্য অশ্বিনের।

এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) হলেও ভারত তাদের সব ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচের পর সম্ভাব্য সেমিফাইনাল, ফাইনালও। নিজের ইউটিউব চ্যানেল 'অ্যাশ কি বাত'-এ অশ্বিন ভারতীয় দলে স্পিনারদের আধিক্য নিয়ে বলেন, 'আমি বুঝতে পারছি না আমরা কেন এত বেশি স্পিনার দুবাইয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ৫ স্পিনারকে দলে জায়গা দিয়েছি, জয়সোয়ালকে বসিয়ে রেখেছি। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে বাইরে সফরে গেলে আমরা ৩-৪ জন স্পিনার নিয়ে যাই। কিন্তু দুবাইয়ে ৫ স্পিনার? আমি জানি না। আমার মনে হয়, দুজন না হলেও অন্তত একজন স্পিনার বেশি হয়ে গেছে।'

কেন দুবাইয়ের জন্য ৫ জন স্পিনার বেশি হয়ে যায়, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলা অশ্বিন, 'কুলদীপ যাদব তো খেলবেই। তাহলে বরুণের জন্য কীভাবে জায়গা বের করবেন? সে বোলিং ভালো করে। দুজনকে একসঙ্গে খেলানো যায়। যেটা আমার কাছে ভালোই মনে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে দুবাইয়ে বল কি খুব বেশি টার্ন করে? কিছুদিন আগে আইএলটি-টোয়েন্টি শেষ হলো। তখন তো দুবাইয়ে বল তেমন একটা টার্ন করতে দেখলাম না। দলগুলো ১৮০ রানও খুব সহজে তাড়া করেছে। (ভারতের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির) দল নিয়ে আমার অস্বস্তি হচ্ছে।'

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারতের প্রথম ম্যাচ ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিপক্ষে। গ্রুপ পর্বে রোহিত শর্মাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড। এর মধ্যে বাংলাদেশ স্কোয়াডে স্পিনার আছে তিনজন–মেহেদী হাসান মিরাজ, নাসুম আহমেদ ও রিশাদ হোসেন।

পেসনির্ভর পাকিস্তান দলে একমাত্র নিয়মিত স্পিনার আবরার আহমেদ। আর নিউজিল্যান্ড দলে নিয়মিত স্পিনার মিচেল স্যান্টনার ও মাইকেল ব্রেসওয়েল। অবশ্য ভারত ছাড়া অন্য দলগুলো পাকিস্তানের মাটিতেও খেলবে। পাকিস্তানের তুলনায় দুবাই তুলনামূলক স্পিনবান্ধব হলেও সেখানে ৫ জন স্পিনারের যৌক্তিকতা দেখেন না অশ্বিন।

যেখানে গেইল-কোহলিদের থেকেও এগিয়ে জিম্বাবুয়ের বেনেট

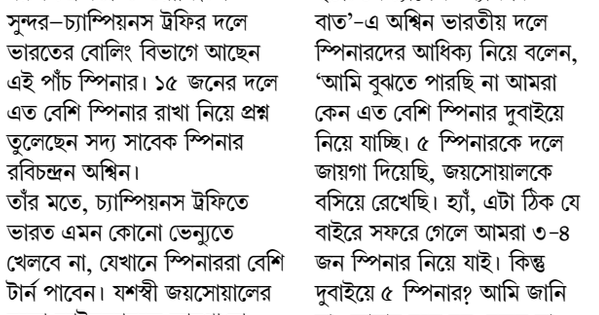

আপনজন ডেস্ক: আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৪৯ রানে জিতেছে জিম্বাবুয়ে। প্রথমবার ওপেন করতে নেমে ১৬৯ রানের দারুণ এক ইনিংস খেলেন ব্রায়ান বেনেট। ২১ বছর ৯৬ দিন বয়সে দেড়শ' ছোঁয়া কীর্তিতে তিনি পেছনে ফেলেছেন ক্রিস গেইল, বিরাট কোহলি, শুভমান গিলদের মতো তারকা ব্যাটারদের।

এর আগে ক্যারিয়ারের প্রথম ৬ ওয়ানডে ম্যাচে সাকুল্যে ৮৭ রান করেন এই তরুণ ক্রিকেটার। সবশেষ তিন ইনিংসের দু'টিতে আউট হন রানের খাতা না খুলেই। তবে এদিন এই সংস্করণের ক্রিকেটে ১৬৩ বলে জিম্বাবুয়ের হয়ে পঞ্চম সর্বোচ্চ ১৬৯ রানের ইনিংস খেলেন বেনেট। ডানহাতি এই ব্যাটারের অভিষেক সেঞ্চুরিতে থাকে ২০ চার ও ৩ ছক্কার মার। জিম্বাবুইয়ানদের মধ্যে কেউই এত কম বয়সে দেড়শ' রান ছুঁতে পারেননি। সেদিক দেশের মধ্যে সবার চেয়ে এগিয়ে বেনেট। সব দেশ মিলিয়ে এই তালিকার চারে আছেন তিনি। ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি গেইলের অবস্থান ছয়ে। ২০০১ -এ নাইরোবিতে কেনিয়ার বিপক্ষে ১৫২ রানের ইনিংস খেলেন এই মারকুটে ব্যাটার। সেদিন তার বয়স ছিল ২১ বছর ৩২৮ দিন। ২৫ ওয়ানডে সেঞ্চুরির মধ্যে সেটিই ছিল সর্বপ্রথম। তবে সবচেয়ে বেশি বয়সে দেড়শ' ছোঁয়ার কীর্তি এই বাঁহাতি ব্যাটারেরই। ২০০৯ -এ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে গ্রানাডায় ১৬২ রানের ইনিংস খেলেন ৩৯ বছর ১৫৯ দিন বয়সে। দু'বছর আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে হাম্বানটোটায় ২১ বছর ২৬৯ দিন বয়সে ১৫১ রান করে তালিকার পাঁচে আফগানিস্তানের রহমানউল্লাহ গুরবাজ। বিরাট কোহলিকে দেখা যায় নয় নম্বরে। ২০১২ তে মিরপুরে এশিয়া কাপের ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৮৩ রান করেন কোহলি। তখন তার বয়স ২৩ বছর ১৩৪ দিন।

ভারতীয় মহাতারকার ওপরেই আছেন স্বদেশি শুভমান গিল। ২০২৩ -এ হায়দরাবাদে ২৩ বছর ১৩২ দিন বয়সে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেলেন ২০৮ রানের ইনিংস। ওয়ানডেতে সবচেয়ে কম বয়সে ডাবল সেঞ্চুরির কীর্তি এটি। তালিকায় বেনেটের আগে তিনে আছেন ইব্রাহিম জাদরান। ২০২২ -এ ২০ বছর ৩৫৩ দিন বয়সে পাল্লেকেলেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এই আফগান ব্যাটার খেলেন ১৬২ রানের ইনিংস। দুইয়ে টাইগার ব্যাটার তামিম ইকবাল। ২০০৯ -এ বুলাওয়েতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২০ বছর ১৪৯ দিন বয়সে ১৫৪ রান করেন দেশসেরা এই ওপেনার। সেসময় এটিই ছিল বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস। সবার ওপরে আছেন আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিং। ২০১০ -এ কানাডার বিপক্ষে ১৭৭ রানের ইনিংস খেলার সময় তার বয়স ছিল ২০ বছর ৪ দিন।

বেনেটের অর্ধশতক ও অধিনায়ক ক্রেইগ এরভিনের ফিফটিতে ৫ উইকেটে দলীয় ২৯৯ রান সংগ্রহ করে জিম্বাবুয়ে। রান তাড়ায় ৪৬ ওভারে ২৫০ রানেই অলআউট হয়ে যায় আইরিশরা। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ মাঠে গড়াবে রোববার।

আট দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হল

আসিফ রনি ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: জমজমাট ও হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ও শিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে এবং মুকুন্দপুর যুব সংঘ ক্লাবের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ৮ দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বের খেলা শনিবার বৈকালে নবগ্রামের মুকুন্দপুর মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল ম্যাচে সনু ব্রিক ফিল্ড এবং সাহেব এলেভেন দলের মধ্যে জমজমাট লড়াই চলে। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সনু ব্রিক ফিল্ড ১৯৭ রান করে। তবে সাহেব এলেভেন শেষ উইকেটে ৫ বল বাকি রেখেই জয়ের বন্দরে পৌঁছায়, ফলে ম্যাচটি ছিল এক চমৎকার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই।

এই উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটি উপভোগ করতে মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন অনেক দর্শক, যাদের আবেগ এবং উদ্দীপনা ছিল চরম পর্যায়ে। ফাইনাল পর্বে বিজয়ী দল সাহেব এলেভেনকে আকর্ষণীয় ট্রফি এবং ২০ হাজার টাকার পুরস্কার প্রদান করা হয়। অপরদিকে রানার্স-আপ সনু ব্রিক ফিল্ড দলও আকর্ষণীয় ট্রফি এবং ১৫ হাজার টাকার পুরস্কার লাভ করে।

উপস্থিত ছিলেন নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল, নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ এনায়েতুল্লা, শিবপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মজিবুর রহমান,শিবপুর অঞ্চল প্রধান প্রতিনিধি রাফিকুল ইসলাম সহ ক্লাব সদস্যগন ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

হাওড়া কলেজে প্রতিযোগিতায় ২০০ মিটারের দৌড়ে অকাল মৃত্যু ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি ● হাওড়া

আপনজন: শনিবার হাওড়া শ্যামপুর থানা এলাকার শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী কলেজের ক্রীড়ানুষ্ঠান চলাকালীন এক ছাত্রের আস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। মৃত ছাত্রের নাম রুপম শী (২২)। বাড়ি হাওড়া বাগনান থানা এলাকার বাঁটুল গ্রামে। জানা গিয়েছে, শনিবার কলেজের বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান ছিল। সেই খেলায় নাম দেয় রুপম। ১০০ মিটার এবং ২০০ মিটার দৌড়ে নাম দেয় সে। ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়।এর আধ ঘণ্টার মধ্যেই ২০০ মিটার দৌড় শুরু করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। অল্প সময়ের ব্যবধানে পরপর দুটো ইভেন্টে যোগ দেয় সে। দেড়শ মিটার দৌড়ে এসে লুটিয়ে পড়ে রুপম। আশেপাশের বন্ধুবান্ধব চোখে জল দিয়ে জ্ঞান ফেরানোর

চেষ্টা করে। কিন্তু সংগাহীন হয়ে পড়ে ছাত্রটি।এরপর তাকে উদ্ধার করে কলেজ কর্তৃপক্ষ ঝুমঝুমি হাসপাতালে পাঠায়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় কলেজ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ছাত্রটি মৃতদেহ ময়নাতন্ত্রের জন্য উলুবেরিয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজে পাঠিয়েছে শ্যামপুর থানার পুলিশ। কলেজের পক্ষ থেকে জানা গেছে শনিবার কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২০০ মিটার দৌড়ে নাম দিয়েছিল রুপম। দৌড় শেষ হওয়ার পথেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে শেষ রক্ষা হয় নি। কলেজের প্রিন্সিপাল জানিয়েছেন এই ঘটনার পর ওই কলেজে শনিবার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। ছাত্রের অকাল মৃত্যুতে কলেজে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সোমবার কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুলিশ কলেজ কর্তৃপক্ষ ও মৃত ছাত্রের সহপাঠীদের বয়ান রেকর্ড করেছে।

'আমরা যে জায়গায় তাতে কেউ ফুল বাড়িয়ে দেবে না,': অস্কার

আপনজন ডেস্ক: ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা গত এক দশকের বেশি সময় ধরে যে কথা বলে আসছেন, সেটাই এবার প্রকাশ্যে বলে দিলেন প্রধান কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে চলতি আইএসএল-এ দলের ব্যর্থতার জন্য নিজেদের সবাইকেই দায়ী করলেন অস্কার। তিনি নিজে যেমন দায় নিলেন, তেমনই ম্যানেজমেন্টকেও দায় নিতে বললেন। শুক্রবার বিকেলে বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দলের অনুশীলনের সময় বিক্ষোভ দেখান। বেশ কয়েকজন ইস্টবেঙ্গল সমর্থক। তাঁরা শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার, চিফ টেকনিক্যাল অফিসার অময় ঘোষালকে নিশানা করেন। কোচ-ফুটবলাররাও বিক্ষোভের মুখে পড়েন। সমর্থকদের এই ক্ষোভ সঙ্গত বলেই মনে করছেন অস্কার। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, দলের এই ব্যর্থতায় লজ্জিত।

অস্কার বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল এখন যে জায়গায় আছে, তাতে কেউই খুশি নয়। আগামী মরসুমের জন্য যখন পরিকল্পনা করা হবে, তখন আশা করি দল যাতে ট্রফির লড়াইয়ে থাকতে পারে সেটা নিশ্চিত করা হবে। সমর্থকদের ক্ষোভ থাকতেই পারে। আমাদের ক্লাবে সব জায়গাতেই সমস্যা আছে। এই কারণেই সমর্থকরা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। আমাদের আত্মসমালোচনা করতে হবে। নিজেদের ব্যর্থতার কারণ খতিয়ে দেখতে হবে। আমরা যদি টানা ম্যাচ হারতে থাকি, লিগ টেবলে সবার শেষে থাকি, তাহলে এই ক্লাবে থাকার অধিকার নেই। এটা কোচ, খেলোয়াড়, ম্যানেজমেন্ট, সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটাই বাস্তব। আমরা সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছি না।' এই ক্লাবের যে জায়গায় থাকার কথা, সেটা আমরা করতে পারছি না। আমাদের সমালোচনা মেনে নিতেই হবে। আমাদের কিছু বলার নেই।' চলতি আইএসএল-এ প্রথম লেগে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচের ৩০ মিনিটের মধ্যে ৯ জনে হয়ে যাওয়ার পরেও লড়াই করে এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু রবিবারের ম্যাচের আগে কি চাপ বেড়েছে? অস্কার অবশ্য সে কথা মানতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, 'এটা চাপ নয়, অনুপ্রেরণা। সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে। আমরা যে জায়গায় আছি, তাতে ফুল, ইতিবাচক মন্তব্য পেতে পারি না।' সমর্থকদের যন্ত্রণা বুঝতে পারছেন অস্কার। তা সত্ত্বেও তিনি সমর্থকদের ক্লাবের পাশে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু কোচ যেভাবে ব্যর্থতার দায় নিলেন, ম্যানেজমেন্ট কিন্তু সেটা করছে না। এর ফলেই ইস্টবেঙ্গলের সমস্যা মিটছে না।

নেইমারের আবার বার্সায় ফেরার গুঞ্জন, সম্ভাবনা কতটা

আপনজন ডেস্ক: দলবদলের খবরে ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো অনেকের কাছেই বেশ বিশস্ত এক নাম। বাংলাদেশ সময় গতকাল রাত তিনটা থেকে পরবর্তী আট ঘণ্টায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে নেইমারকে নিয়ে দুটি পোস্ট করেছেন রোমানো। একটি পোস্টে নেইমার ও লামিনে ইয়ামাল একে অপরের পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে উল্টোমুখ করে দাঁড়িয়ে। ক্যাপশনে লেখা, 'আগামী মৌসুমে নেইমারের লাস্ট ড্যান্স; হ্যাঁ অথবা না?'

নেইমারকে নিয়ে রোমানোর পরের পোস্ট আরও অর্থবোধক। বার্সার অনুশীলন জার্সি পরা ব্রাজিলিয়ান তারকার ছবি পোস্ট করে রোমানো ক্যাপশনে লিখেছেন, 'বার্সার জন্য নেইমার অপেক্ষা করতে পারেন, ফ্রি এজেন্ট হিসেবে ফেরাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, জানিয়েছে কোপ।' ব্যাপার কী! সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল হিলালের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে নেইমার কিছুদিন আগেই ফিরেছেন তাঁর শৈশবের ক্লাব সান্তোসে। আপাতত ছয় মাসের চুক্তি, পরে মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানোর সুযোগও রাখা হয়েছে। সান্তোসে দ্বিতীয় মেয়াদে মাত্র তিন ম্যাচ খেলার পরই নেইমারকে নিয়ে এই গুঞ্জন ওঠার হেতু কী? স্পেনের রেডিও 'কাদেনা কোপ'-এর দাবি, নেইমারের সান্তোসে ফেরা আসলে ইউরোপিয়ান ফুটবলে তাঁর ফেরার চেষ্টার ভিত্তিপ্রস্তর। ৩৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড সান্তোসে এই ছয় মাসে খেলে দেখিয়ে দিতে চান ইউরোপের ক্লাব ফুটবলের জন্য তিনি এখনো মানানসই। সান্তোসে ফিটনেস ও ছন্দ পুনরুদ্ধার করে আসল লক্ষ্য পূরণ করতে চান নেইমার। কী সেই লক্ষ্য? ২০২৬ বিশ্বকাপের আগেই ইউরোপিয়ান ফুটবলে ফেরা। আরও খোলাসা করে বললে, বার্সেলোনায় ফেরা। সান্তোস ছেড়ে ২০১৩ সালে বার্সায় যোগ দিয়েছিলেন নেইমার। চার মৌসুম সেখানে থেকে চ্যাম্পিয়নস লিগ ও লা লিগা জিতে ২০১৭ সালে দলবদল ফির বিশ্ব রেকর্ড গড়ে যোগ দেন পিএসজিতে। মজার বিষয়, তার পর থেকেই নেইমারের বার্সায় ফেরার গুঞ্জন শোনা গেছে। আল হিলালে যোগ দেওয়ার পর কিছুদিন এই গুঞ্জন বন্ধ ছিল। বেতন কমিয়ে সান্তোসে ফেরার পর শুরু হলো আবারও। তবে কে জানে, এবার দুইয়ে দুইয়ে চার মিলতেও পারে। গত পরশু স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস জানিয়েছে, আগামী জুলাই থেকে আগস্টের গ্রীষ্মকালীন দলবদলের বাজারে লেফট উইঙ্গার কিনতে চান বার্সার ক্রীড়া পরিচালক ডেকো। কম বেতনে যোগ দেওয়ার শর্তে রাজি হলে, কে জানে নেইমারকে হয়তো বার্সায় দেখাও যেতে পারে। স্পেনের সাংবাদিক হোয়ান ফন্তেসের দাবি, বার্সা সভাপতি 'হোয়ান লাপোর্তার সঙ্গে এখনো ভালো সম্পর্ক রয়েছে নেইমারের।' স্পেনের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, নতুন খেলোয়াড় কেনার ক্ষেত্রে দুটি শর্ত বেঁধে দিয়েছেন বার্সা সভাপতি। এক. বার্সার আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় অবশ্যই ফ্রি এজেন্ট হিসেবে আসতে হবে। দুই. শারীরিক ফিটনেস ভালো হতে হবে। সান্তোসে মেয়াদ পূর্ণ করে ফ্রি এজেন্ট হওয়ার আগেই ফিটনেস ফিরে পেতে চান নেইমার। তবে গত মৌসুমেই তাঁর ক্যাম্প ন্যুতে ফেরার প্রসঙ্গে আপত্তি জানিয়েছিলেন বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিক। যদিও বার্সেলোনা তারকা লামিনে ইয়ামালের আদর্শ হলেন নেইমার। উইঙ্গার রাফিনিয়াও নেইমারের জাতীয় দল সতীর্থ। তাঁরা দুজন মিলে নেইমারের বার্সায় ফেরার ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারেন, এমন সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে স্পেনের সংবাদমাধ্যম।

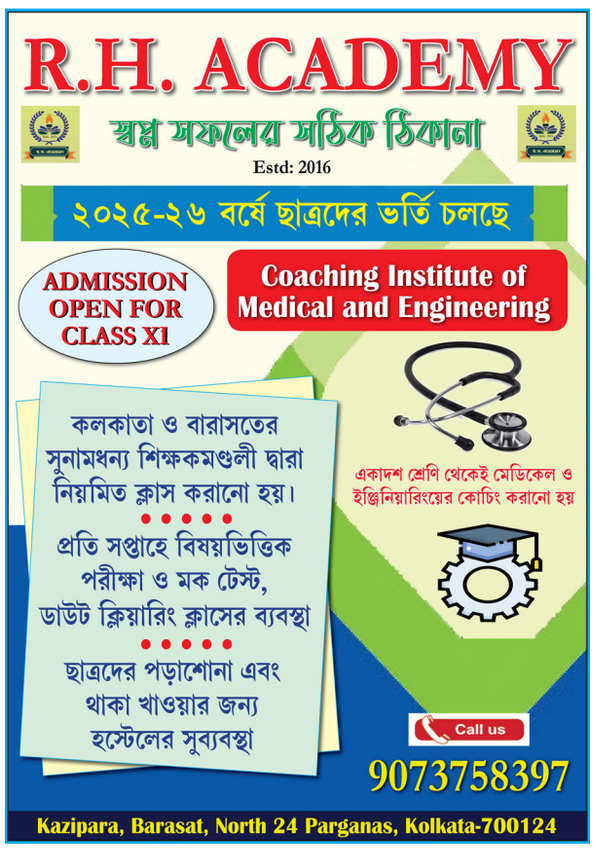

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**